CMYK
ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৭০ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 20 October, 2023 ■ আগরতলা ২০ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী ঃ গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

কামাখ্যা - লোকমান্যে তিলক এক্সপ্রেসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আগরতলা থেকে আজ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবার সূচনা হয়েছে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলা ও মুম্বাইয়ের মধ্যে চলাচল করবে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সে পতাকা নেড়ে একপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবার সূচনা করেন। এছাড়াও আজ আগরতলা ও সাবমের মধ্যে অতিরিক্ত ডেমু ট্রেন পরিষেবা এবং আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এসকেলেটরেরও উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক মীনারাণী সরকার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গত ৯ বছরে তিনি প্রায় ৬০ বার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সফর করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রত উন্নয়নে রেলমন্ত্রক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে এবারের বাজেটে ১০ হাজার ২৭০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে আগে মাত্র ৪ জোড়া ট্রেন চলাচল করত। বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে ১৭ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। শুধু তাই নয় উত্তর-পূর্বা'লের ৬০টি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩৭টি স্টেশনের কাজ শুরু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবা আগরতলা☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলস্টেশনকে বিশ্বমানের গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঃ অশ্বিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ কামাখ্যা- লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবার সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

আজ আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এবং গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সে পতাকা নেড়ে কামাখ্যা- লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবার সূচনা করেন। এছাড়াও আর আগরতলা ও মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ডেমু ট্রেন পরিষেবা এবং আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এসকেলেটরেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, গত ৯ বছরে তিনি প্রায় ৬০ বার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সফর করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে রেলমন্ত্রক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে এবারের বাজেটে ১০ হাজার ২৭০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে আগে মাত্র ৪ জোড়া ট্রেন চলাচল করত। বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে ১৭ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। শুধু তাই নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩৭টি স্টেশনের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক
পুজোতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ২০৫০ জন টিএসআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। এ বছর পশ্চিম জেলায় প্রায় সাড়ে নয় শতাধিক দুর্গাপূজার প্যান্ডেল রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় আট শতাধিক পুজো প্যান্ডেল রয়েছে সদর এলাকায়। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ২০৫০ জন টিএসআর কর্মী নিয়োজিত থাকবেন নিরাপত্তার কাজে। পাশাপাশি থাকবে সাত শতাধিক পুলিশ এবং চার শতাধিক এসপিও জওয়ান। ২৫ টি নাকা পয়েন্টে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬০ টি পুলিশ বুথ থাকবে এবং পুলিশের অফিসারদের একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করে সিসি ক্যামেরা এবং সিকিউরিটি রাখার জন্য উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। শহরের বাড়তি নিরাপত্তার জন্য ৩০ টি অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বর্ডার এলাকায় যাতে কঠোর নজরদারি বজায় রাখা হয় তার জন্য বিএসএফকে বলা হয়েছে।

সার্বজনীন দুর্গাপূজাকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। আজ আনুসাঙ্গিক যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরতে গিয়ে আরও বলেন, কোন ধরনের যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সিআরপিএফ মোতায়েন করা হচ্ছে।

এছাড়াও পুজোর চার দিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত নো এন্টি থাকবে বিভিন্ন এলাকায়। রাধানগর, ভগবান ঠাকুর চৌমুহনি, পোস্ট অফিস চৌমুহনি, কামান চৌমুহনি, সেন্ট্রাল রোড, চিত্তরঞ্জন রোড, বটতলা সহ মোট ১৬ টি জায়গায় নো এন্টি বজায় থাকবে।

শারদীয়ার আনন্দে যেন কোনো প্রকার বাধা না পরে সেই জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জনিয়েছেন তিনি। উৎসবকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাটাতে প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা বারবার খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। সার্বজনীন দুর্গাপূজা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএলএফটি সহযোগীর জেল হাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। নিয়ন্ত্রণে হলেও ত্রিপুরায় বৈরী আনাগোনা বন্ধ হচ্ছে না। তবে, পুলিশের সক্রিয়তায় তাঁদের জালে তোলাও অসম্ভব হচ্ছে না। গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে এমনই এক এনএলএফটি বৈরী সহযোগিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। গতকাল গোমতী জেলায় কিল্লা এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এনএলএফটি বৈরী সহযোগী পবিত্র জমাতিয়া-কে(৩৮) পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ত্রিপুরা থেকে নিরীহ জনজাতি অংশের লোকদের বাংলাদেশে ডেড়ায় নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর কাজ। তার বিরুদ্ধে কিল্লা থানায় মামলা ছিল। যার কেইস নাম্বার ২০২৩কেএলএ০২৫। ইউ/এস-১২০(বি)/১২১/১২১(এ)/১২৩/৩৬৪/৩০৭ আইপিসি এবং ১০/১৩ দ্যা ইউপিএ অ্যাক্ট ১৯৬৭- ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। গতকাল তাঁকে আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যের মহিলা নেশা কারবারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ অক্টোবর।। নেশাকারবারী সন্দেহে আটক করা হয়েছে দুই বহিরাজ্যের মহিলাকে। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের আটক করেছে পুলিশ। টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

বিভিন্ন ধরনের নেশা কারবারে মহিলারা সক্রিয় হয়ে উঠছে বর্তমানে। শুধুমাত্র রাজ্যের মহিলারা নয়, বহিরাজ্যের মহিলারাও এর সঙ্গে জড়িত। প্রায়শই এই নেশা দ্রব্যের পাচারে মহিলা নেশা কারবারিদের হদিশ মিলছে। কেউ কেউ আবার টাকার লোভেও এই কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে লোভে জড়িয়ে পড়েছে বিহারের কিছু সংখ্যক মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্লাবের খামখেয়ালিপনায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা, বিদ্যুৎ নিগমের রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। উৎসবের শুরুতেই ক্লাব কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে জনমনে বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী আগরতলায় উজান অভয়নগরের ব্লাড সান ক্লাবের কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে পুজা মন্ডপ ও দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গতকাল রাতে বিদ্যুৎ নিগমের রিপর্টোটে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ওই দূর্ঘটনা ঘটেনি। প্যান্ডেলের ভেতরেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। বিস্তারিত তদন্তে তা বেড়িয়ে আসবে বলে দাবি নিগমের।

তাতে স্পষ্ট, ক্লাব কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনায় অল্পেতে রেহাই পেল গোটা এলাকা। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ নিগমের রিপোর্ট দেখে মনে করা হচ্ছে, শারদ উৎসবের দিনে কুমারঘাটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

গতকাল রাজধানীর উজান অভয়নগর সিত ব্লাড সান ক্লাবের আগুন লেগে পুজা মন্ডপ ও দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। রাজধানী উজান অভয়নগরের ব্লাড সান ক্লাবের ওই ঘটনায় দুর্গাপুজা আয়োজকদের অভিযোগ অগ্নিকান্ডের খবর দেওয়ার আধ ঘন্টার পর ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনী। ওই অভিযোগ খন্ডন করে জনৈক দমকল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেকোরেটার মালিকের অবহেলায় প্রান হারালো শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ডেকোরেটার মালিকের অবহেলায় প্রান হারালো এক শ্রমিক। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মোটরস্ট্যান্ডে। দুর্গাপূজার প্যান্ডেল নির্মানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শান্তির বাজারের স্থানীয় ডেকোরেটর দেবু সাহাকে। অভিযোগ দেবু সাহা কোনোপ্রকারের নিরাপত্তা ছাড়াই শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে যাচ্ছে এমনটাই অভিযোগ। এতে করে অকালে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল অসীম বরুয়া নামে এক ব্যক্তি। সমস্ত নির্দেশিকা মেনে পূজা প্যান্ডেল নির্মান হচ্ছে কিনা তার জন্য বিশেষ গুরত্ব দিয়েছেন প্রশাসন। কিন্তু প্যান্ডেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগা
ব্লক অফিসে পড়লো তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভালী, ১৯ অক্টোবর।। রেগার বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে ব্লক অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালো রেগার শ্রমিকরা। দীর্ঘক্ষণ তালা বন্ধ থাকার পর দুদিনের মধ্যে বকেয়া অর্থরাশি মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে ব্লক অফিস তালামুক্ত করেছে রেগার শ্রমিকরা। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু আর ডি ব্লকে।

লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু আর ডি ব্লকে বিগত মাসে ১৭দিনের কাজ করে মজুরি পায়নি মনু ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজের রেগা শ্রমিকরা। এমনি অভিযোগ শ্রমিকদের। পুজোর আগেই প্রত্যেক রেগা শ্রমিকের একাউন্টে টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশকালে বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ অক্টোবর।। অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করেছে এক বাংলাদেশী যুবক। তাকে গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাশহর সেন্ট্রাল রোড এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। আজ তাকে কৈলাশহর দায়রা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে গতকাল কৈলাশহর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে যে কৈলাশহর সেন্ট্রাল রোড এলাকায় এক যুবক ঘোরাফেরা করছে। তারপর পুলিশ কাল বিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে এসে ওই যুবকটিকে আটক করে কৈলাশহর থানায় নিয়ে আসে এবং তাকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। জিজ্ঞাসাবাদে সে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গত বছরের চেয়ে এবছর পূজায় রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বেশি ঃ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড রাজ্যজুড়ে দুর্গাপূজা উৎসবের সময় প্রায় ৩৮৫ মেগাওয়াট (এম ডব্লিউ এস) বিদ্যুতের চাহিদা থাকছে। অর্থাৎ এবছর বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে পূজায়।

টিএসইসিএল-এর উচ্চ আধিকারিক জানিয়েছেন যে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) দেবাশিষ সরকার কার্যত রাজ্যজুড়ে সমস্ত জেলার ডিজিএম এবং এজিএমদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন। তার কথায়, ইতিমধ্যেই প্রজ্ঞাভবনে সিনিয়র থেকে জুনিয়র স্তরের সমস্ত আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। টিএসইসিএল দুর্গাপূজা চার দিন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আধিকারিক জানিয়েছেন অনুমান করা যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে দুর্গা পূজার সময় প্রায় ৩৮৫ মেগাওয়াটের চাহিদা থাকবে। রাজ্যের এই বৃহত্তম উতব চলাকালীন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রস্তুত দপ্তরের প্রত্যেকেই বলে জানালেন তিনি।

জানা গেছে, আগের বছরের দুর্গাপূজা উদযাপনে বিদ্যুত খরচ হয়েছিল ৩৫০ মেগাওয়াট। টিএসইসিএল এর তরফে আরো জানানো হয়েছে, যে বিদ্যুৎমন্ত্রী পূজার দিনগুলিতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে আটটি জেলার ডিএম এবং এসপিদের সাথেও কথা বলেছেন। এমনকি বিদ্যুৎমন্ত্রী বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ অক্টোবর।। রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে গন্ডাছড়ায় সড়ক অবরোধে সামিল হয় ভগীরথ, পুরান দলপতি, হাতিমাথা, কর্ণ কিশোর সহ ১১টি পাড়ার লোকজন। এইদিন নিজ গ্রাম ছেড়ে গন্ডাছড়ার ডাকবাংলো চৌমনীতে গন্ডাছড়া-আমবাসা এবং গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়ক অবরোধ করে অবরোধকারীরা। অবরোধকারীরা জানান ১১ টি পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পাড়ায় নেই ভালো রাস্তাঘাট, নেই বিদ্যুতের সুবিধা। যার ফলে পানীয় জলের উৎসগুলি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজো পরিক্রমা

দর্শনার্থী টানতে থিমে নতুনত্ব কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ অক্টোবর।। বছর ঘুরে আবারো শরতের হিমেল হাওয়া আর নদীর ধারে শুভ্র কাশফুলের দোলায় মর্তে দেবী দুর্গার আগমন। শুরু হলো হিন্দু বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পার্বন শারদীয়া দুর্গোৎসব। পূজোকে ঘিরে খুশির লহর আকাশে বাতাশে সর্বত্র। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পার্বনকে সামনে রেখে শহরের সাথে সাথেই পাল্লা দিচ্ছে গ্রামীন এলাকায়ও। চারিদিকে তোরজোড় চলছে পূজো উদ্যোগতাদের মধ্যে শেষ তুলির টানে। খোয়াই জেলার কল্যানপুর থানা এলাকায় এবার পুজো হচ্ছে আটানব্বইটি। কথিত মিনিশহর কল্যানপুর সহ গ্রামাঞ্চলেও জোর কদমে চলছে পূজোর আয়োজনে সামিল জাতি উপজাতি অংশের ধর্মপ্রাণ মানুষ। বরাবরের মতোই কল্যানপুরের বুকে বিগ বাজেটের চোখ ধাধানো তেমন পূজোর আয়োজন না থাকলেও মোটামুটি ভালো বাজেটের

বেশ কিছু ক্লাব সাধারণ মানুষকে পুজো উপহার দিতে চলছে। বিগত বছরের মত ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রেখে জাতি জনজাতির মিলন ধারাকে অম্লান রেখে এবারও কল্যাণপুরে শারদ উৎসবের আনন্দে দল নামবে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে।

একত্র সংঘ (কালিবাড়ি রোড) : প্রকৃতিকে ভর করেই এবার পুজোয় সামিল কল্যানপুরের বনেদি ক্লাব একত্র সংঘ। আধুনিকতার যুগেও রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁশকে ব্যবহার করে স্থানীয় উপজাতি শিল্পীদের হাতের কারুকাজের মধ্য দিয়ে আকর্ষণীয় পূজা মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে। কুটির শিল্প কে গুরুত্ব দিয়ে এবার এই ক্লাবের পুজো হচ্ছে। সানীয় নকশিরাই এডিসি ভিলেজ বাসিন্দা গোপাল দেববর্মার নেতৃত্বে ৪/৫ জনজাতি শিল্পীরা কাল্পনিক মন্দিরের আদলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৯ ▫ ২০ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ২ কার্তিক ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কন্যা সন্তান সুরক্ষিত রাখিতে হইবে

সমাজে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখিতে হইবে। কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত, অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রূণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২, ৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১,১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২,০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১,৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে। ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে "খোয়া-পায়া" নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

ওড়িশার রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়ে খুশিতে মাতলেন রঘুবর দাস, অভিনন্দন বার্তা নবীন পট্টনায়েকের

জামশেদপুর, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশার রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়ে আনন্দে মাতলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের বাড়িতেই আনন্দ উদযাপন করেন তিনি, মিষ্টি মুখ করেন রঘুবর দাস। রঘুবর দাসকে মিষ্টি খাইয়ে দেন আত্মীয়স্বজন, পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, ওড়িশা ও ত্রিপুরার রাজ্যপাল পরিবর্তন করেছে কেন্দ্র, ওড়িশার রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে রঘুবর দাসকে।

এই খবর রঘুবর দাসের জামশেদপুরের বাড়িতে পৌঁছতেই আনন্দ উদযাপন করেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, ওড়িশার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রঘুবর দাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে নবীন পট্টনায়েক জানিয়েছেন, ওড়িশার রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় রঘুবর দাসজিকে অভিনন্দন। রাজ্যের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। তাঁর সফল কার্যকাল কামনা করছি।'

দিল্লির শাহদরায় গুদামের বেসমেন্টে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের তৎপরতায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির শাহদরায় আগুন লাগল একটি গুদামের বেসমেন্টে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির শাহাদরার সাই বাবা মন্দিরের কাছে পুশতা রোডের ধারে গান্ধীনগর মার্কেটে অবস্থিত গুদামে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকলের তৎপরতায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে দমকল।

শাহাদরা দমকল স্টেশনের অফিসার অনুপ সিং বলেছেন, 'আমরা সকাল ৯.০৫ মিনিট নাগাদ খবর পাই, সাই বাবা মন্দিরের কাছে (শাহদরায়) পুশতা রোডের ধারে একটি দোকানে আগুন লেগেছে। আমরা পৌঁছে দেখি দোকানের গুদামে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং একটি বড় বিপর্যয় এড়ানো গিয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, 'গোডাউনে এসি কম্প্রেসার, ফ্রিজ কম্প্রেসার, এলপিজি সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে, সময়মতো না পৌঁছলে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত। কেউ আহত হয়নি। আমরা ২০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছি।'

ভারতে করোনার সক্রিয় রোগী পৌঁছল ৩০৭-এ; সুস্থতা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী, প্রাণহানি শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মাঝেমধ্যেই ওঠানামা করছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩০৭ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৭, ৩৮৪ জন করোনা-রোগী। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৭,৩৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭৩,৮৬৩-তে পৌঁছেছে।

ভগৎ সিং মানেই বিপ্লব, লেনিন, মার্কসবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ

জীবনের শেষ মুহূর্তে ভগৎ সিং এর মনে প্রবল ইচ্ছা হল, লেনিনের বিপ্লবী জীবনী গ্রন্থটি তাঁকে পড়তেই হবে। জেলের সিপাহির হাত থেকে তার আইনি পরামর্শদাতা বন্ধু প্রাণনাথ মেহতার কাছে গোপন বার্তা পাঠালেন, " অন্তিম আইন পরামর্শের অজুহাত দেখিয়ে এক্ষুণি এসো। আসাবার সময় লেনিনের 'জীবন চরিত' গ্রন্থটি অবশ্যই নিয়ে এসো। "সুর্যাস্তের পর থেকেই জেলের মধ্যে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এমন সময়ে প্রাণনাথ ভগৎ সিং এর সেলে এসে পৌঁছতেই ভগৎ সিং জিজ্ঞাসা করলেন, "বইটি এনেছো"? প্রাণনাথ ভগৎ সিংয়ের হাতে 'বিপ্লবী লেনিন' বইটা তুলে দিলেন। বইটা হাতে পেয়েই তাঁর চোখমুখ আন্দে ভরে গেল। প্রাণনাথ জিজ্ঞাসা করলেন,। 'ভগৎ তুমি দেশের জন্য কিছু বলে যাও।' বই থেকে মুখ না তুলেই তিনি জবাব গিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ/ ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" ভগৎ আপন মনে লেনিনের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করছেন। এই সময় সেলের তালা খুলল। জেলের কর্তা বললেন, "সরদাজি, ফাঁসি লাগানে কা হুমুক আগেয়া হ্যায়। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে"। ভগৎ সিংয়ের ডান হাতে বই। বাঁ হাত বাড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।" থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন জেলের বড়বাবু। কিছুটা পড়বার পর বইটা রেখে ভগৎ সিং তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে কপালে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ঠেকালেন। 'বিপ্লবী লেনিন' বইটার দিকে তাকিয়ে সম্মান জানালেন। ইতিমধ্যে অপর সেল থেকে এসে গেছেন সুখদেব আর রাজগুরু। পরম আনন্দে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু উচ্চস্বরে স্লোগান তুললেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ। তিন বন্দিকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হল। স্থির, অচঞ্চল, অকুতোভয়ের প্রতিমূর্তি তিন বিপ্লবী। ভগৎ মৃদূ হেসে সিপাহি এবং জেলারবাবুদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সত্যি সত্যিই বড় ভাগ্যবান। কারণ, আপনারা আজ এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পাচ্ছেন যে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের মহান আদর্শের জন্য কীভাবে প্রসন্ন চিত্তে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।' লজ্জা সুপার জেলারদের মাথা নীচু হয়ে যায়। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। ভগৎ সিং হাত নেড়ে জেল সুপারকে অনুরাধ করলেন, দু'মিনিট সময় দিন, যাতে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্তে মনের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য প্রাণভরে স্লোগান দিতে পারি। আশাকরি মৃত্যুপথযাত্রীদের এইটুকু অনুরোধ আপনি রাখবেন। জেল সুপর মৌন থেকে সম্মতি জানালেন। তিন বিপ্লবী মনের পূর্ণসাধ মিটিয়ে সর্বোচ্চ কণ্ঠে সর্বশক্তি নিঃশেষ করে স্লোগান দিলেন--- ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্ত রাজবন্দিরাও স্লোগান দিতে থাকলেন। জেলবন্দিদের উচ্চকণ্ঠের স্লোগানে গমগন করে উঠল জেল চত্বর। ভগৎ সিং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ধারাকে নতুন মার্কসবাদী মতাদর্শের পথে উত্তরণের বিত্তিগঠনে সাহায্য করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। ভগৎ সিং সম্পর্কে নেতাজি সুভা,চন্দ্র বসু বলেছিলেন, "ভগৎ সিং আজ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতীক। আজ সার দেশে যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহের চিন্তা-আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ভগৎ সিং সেই বিপ্লবী চিন্তায় জীবন্ত প্রতীক।"। ভগৎ সিং এর ফাঁসির পর হাজারো হাজারো তরুণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হন। জেল, সেল, বন্দুকের গুলি, ফাঁসির দড়িকে উপেক্ষক্ষা করে দেশের মানুষ স্বাধীনতার সোনালি স্বপ্নকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তৈরি করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী নেতা। ভগৎ সিং ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়লপুর জেলার বাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল একটি জাট শিখ পরিবারে। পিতা কিষাণ সিং সান্ধুর এবং মাতা বিদ্যাবতীর সাত সন্তান্রে মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন ভগৎ। ভগতের নামের অর্থ ছিল 'ভক্ত'। ভগৎ সিং এর চার ভাই এবং তিন বোন ছিলেন। ভগৎ সিংয়ের বাবা এবং তার কাকা অজিত সিং ও স্বরণ সিং তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তারা ১৯১৪-১৯১৫ সালের গদর আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বাঙ্গার গ্রামের স্কুলে কয়ক বছর পড়াশোনা কার পর, ভগৎ সিং পরবর্তী শিক্ষা অর্জনের জন্য লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে ভর্তি হন। কিশোর বয়সে ভগৎ সিং ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে, তিনি লাহোরের জাতীয় কলেজে যোগদান করেছিলেন, যা মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় লালা লাজপত রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় ছাত্রদের ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলিকে পরিহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্র বয়স থেকেই ভগৎ সিং একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কলেজ পড়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন তিনি। মহাত্মা গান্ধির অনুরোধে সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতায় প্রকাশিত প্রকাশনাগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেন। পিঠে পড়ে পুলিশের লাঠি। পরে জেলবন্দি হন তিনি। কিন্তু কোনও অস্ত্র দমিয়ে রাখতে পারেনি তাদের। তিনি বলতেন, 'বোমা আর পিস্তল বিপ্লব করে না। চিন্তার পাথরে বিপ্লবের তরবারি শাণিত হয়। তিনি আরো বলতেন, 'ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা তার চিন্তাকে হত্যা করতে পারে না। ব্রিটিশ পুলিশ তার শরীরকে চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু তারা তার আত্মাকে চূর্ণ করতে পারবে না।' ১৯৩১ সালের ২৩ শে মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার সময় লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় ভগৎ সিং, সুখদেব থাপর এবং এবং শিবরাম রাজগুরুকে। সেই সময় তিনজনের মুখে ছিল একটাই স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সর্দার ভগৎ সিংয়ের পক্ষে সুর ছড়িয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি বলেছিলেন,'এই ধরনের সাহস এক বিরল ঘটনা।' অনেকেই কংগ্রেসের অহিংসার সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের বিপ্লবী দর্শনের ফারাক খুঁজে পান না। ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে দোষী সাব্যস্ত করার বিচারটি অবশ্য বিতর্কিত ছিল। প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার জন্য, ভাইসরয় লর্ড আরউইন হাইকোর্টের তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়েছিলেন। এটিকে আইনি ঐতিহাসিকরা এক অবিচার হিসেবে দেখেছেন। কারণ, এটি হঠাৎ করে, কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই, দ্রুত রায়ে পৌঁছনোর জন্য আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের একমাত্র জায়গা ছিল প্রিভি কাউন্সিল। যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। আর সেই আদালত ছিল ইংল্যান্ড। আরউইনের অধ্যাদেশকে অবৈধ বলে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন বা আবেদন দাখিল হয়েছিল। তার পরও সেই অধ্যাদেশ মেনেই বিচার হয়েছে। ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর, ট্রাইব্যুনাল এক ৩০০ পাতার রায় দেয়। সেই রায়ের উপসংহারে পৌঁছয় যে সন্ডার্সের হত্যাকাণ্ডে ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু অংশ নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং তাঁর শেষ চিঠিগুলোর একটিতে লিখেছেন, "আমি যুদ্ধ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছি। আমার ফাঁসি হতে পারে না। আমাকে কামানের মুখে ঢুকিয়ে উড়িয়ে দাও"। ব্রিটিশরা ভেবেছিল একজন ভগৎ সিংকে ফাঁসি দিলে বিপ্লব থেমে যাবে, কিন্তু যে বিপ্লবী তুফান তিনি তরুণ ভারতবাসীদের মনে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন সেই সম্মিলিত স্বর ব্রিটিশ সরকারের ভারত শোষণের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। একজন ভগৎ সিং ভারত মায়ের জন্য লক্ষ ভগৎ সিং গড়ে দিয়ে গেল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শ্রীলঙ্কার ঘুরে দাঁড়ানো থেকে যা শিক্ষণীয়

ড. মো: মিজানুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতির দেশ ছিল শ্রীলঙ্কা, যেখানে মাথাপিছু জিডিপি হয়েছিল চার হাজার ডলারের বেশি। দেশটির ৯৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গণমুখী। তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের ওপর সরকারি বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৮৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত চলা গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশ্বের কাছে একুশ শতকের সফল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল দেশটির। ওই গৃহযুদ্ধে একতরফা বিজয় অর্জনে প্রায় ৪০ হাজার বেসামরিক তামিলকে হত্যার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পশ্চাত্যের বেশির ভাগ দেশ শ্রীলঙ্কাকে 'অস্পৃশ্য রাষ্ট্রের' অবস্থানে নিয়ে যায়।

২০২১-২২ সালের দিকে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি কঠিন সঙ্কটে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিল। দেশটিতে আমদানি পণ্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি জনজীবন পর্যুদস্ত করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুতদারি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, নিত্যপণ্যের সরবরাহ তদারকের জন্য একজন মিলিটারি জেনারেলের নেতৃত্বে 'কন্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইজ' নামের কঠোর নজরদারি সংস্থা গড়ে তুলেও অবস্থা সামাল দেয়া যাচ্ছিল না। খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় খাদ্য আমদানির সামর্থ্য ছিল না বললেই চলে। গাড়ি, স্যানিটারি আইটেম, কিছু ইলেকট্রনিক পণ্যের আমদানি বন্ধ করে দেয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে চলছিল শ্রীলঙ্কার। রুপির মান এক ডলারে ১৯০ রুপি থেকে বেড়ে ২৩০ রুপিতে পৌঁছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়, অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে ৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সুদাসলে পরিশোধ করতে হতো। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা নিজেকে 'আর্থিক দেউলিয়া' ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকার দেশে 'অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে। এ দেউলিয়াত্ব দেখা দেয় নানা প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের কারণে। বৈদেশিক ঋণের অর্থে যেখানে- সেখানে প্রকল্প গ্রহণের চরম মূল্য দিতে শুরু করে শ্রীলঙ্কা। দেশের কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ না করেই প্রেসিডেন্ট নিজের সিদ্ধান্তে রাতারাতি কৃষি খাতে 'অর্গানিক ফার্মিং' চালুর সিদ্ধান্ত নেন। ফলন বিপর্যয়ে পড়ে কৃষি খাত। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন এক বছরে এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে, করোনায় বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের গুরুত্বপূর্ণ খাত পর্যটনে প্রায় ধস নামে। রফতানি আয়ের প্রধান সূত্র এলাচি ও দারুচিনিও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক আয়ে বড়সড় ধস নামে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতিকে 'পারিবারিক একনায়কত্বে' পর্যবসিত করা, যা একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশকেও গভীর সঙ্কটের গিরিখাদে নিক্ষেপ করে। শ্রীলঙ্কার সিংহলিরা গৃহযুদ্ধের কারণে ভারতের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল, যে কারণে দেশটি চিনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। চিনও শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের প্রভাববলয়ে টেনে নেয়। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, কলম্বোয় চায়নিজ সিটি নির্মাণসহ আরো কয়েকটি প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। অথচ নির্মাণ সম্পন্ন হলে দেখা গেল, বন্দর ব্যবহারের যথেষ্ট চাহিদা নেই। বন্দরের আয় বাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৯৯ বছরের জন্য বন্দরটি চিনের কাছে লিজ দিতে বাধ্য হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন করে গৃহীত না হওয়ায় এগুলোর কোনোটিই যথেষ্ট আয়বর্ধনকারী হয়ে ওঠেনি। ফলে শ্রীলঙ্কা 'চিন ঋণের ফাঁদে' আটকে গেছে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো, 'সভরেন বন্ড' ছেড়ে আন্তর্জাতিক অর্থবাজার থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার পুঁজি সংগ্রহ করেছিল, যেগুলোর ম্যাচিউরিটি ২০২২ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু সুদাসলে ওই বন্ডের অর্থ ফেরত দেয়ার সামর্থ্য নেই। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে রীতিমতো অচল হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তার জেরে শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালের মার্চে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। জন-অসন্তোষ চরমে ওঠে। গণরোষের মুখে পড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। বলতে গেলে শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক ধস পারিবারিক একনায়কত্বের ফসল। একনায়কের পতনের পর দায়িত্ব নেন রনিল বিক্রমাসিংহে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা : শ্রীলঙ্কা তার অর্থনীতি সঙ্কট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বিদেশি মুদ্রা আয়ের মূল খাত পর্যটন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। গত বছর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অবশ্য বলছে, এ বছরও জিডিপি সঙ্কুচিত হবে, তবে সঙ্কোচনের হার কমে আসবে। আর আগামী বছর প্রবৃদ্ধি হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তও তারা ভালোভাবে পরিপালন করতে পারছে। গত বছর জ্বালানি ও রান্নার তেলসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যে স্বল্পতা ছিল, সেটি এখন নেই। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটি যে ঘুরে দাঁড়াতে পারল তার কারণ হিসেবে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রিয়াংঙ্গা দুনুসিংহে সংবদা মাধ্যমকে বাংলাকে বলেন, 'সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু নীতি পরিস্থিতির উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে রেমিট্যান্স ও পর্যটনের মতো কিছু ক্ষেত্রে অটোমেটিক রিকভারি হয়েছে। সরকারি ব্যয় কমানো ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি সংস্কারকার্যক্রম জোরদার করার ফলেই দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে অর্থনীতির চাকা। সরকার ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব বাড়িয়েছে আর সংস্কারকার্যক্রম জোরদার করে করজাল বিস্তৃত করেছে। কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতির আওতায় ২০২১ সালের বাংলাদেশ থেকে নেয়া ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করেছে শ্রীলঙ্কা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে কারণে গত বছর সঙ্কট হলো, সেটি সামলে নেয়া। সঙ্কটের মূল কারণ ছিল বাজেট ও বহিস্থ অর্থনীতিরে ঘাটতি, যে কারণে ঋণসঙ্কট তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার যৌথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ঋণসঙ্কট মোকাবেলায় ঋণ পুনর্গঠন করছে। এ ছাড়া সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে নতুন কর আইন করাসহ করহার বাড়ানো হয়েছে এবং ব্যয় সঙ্কোচন করা হচ্ছে। আইএমএফের শর্ত মেনে শ্রীলঙ্কার ঋণ পুনর্গঠনের চেষ্টা : শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতির একটি কারণ ছিল দেশ থেকে অর্থ বেরিয়ে যাওয়া। সেটি হতো মূলত আমদানির মাধ্যমে, যার মূল্য পরিশোধ করতে হতো ডলারে। ডলার বেরিয়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমে যায়, যে কারণে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। বৈদেশিক আয় বাড়াতে ২০২২ সালে দেশটির তিন লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী আছেন। নতুন গভর্নর বসিয়ে সরকার তাকে স্বাধীনভাবে নীতি সুদহার বৃদ্ধি ও মুদ্রার একক বিনিময় হার নিশ্চিত করার সুযোগ দেয়। শ্রীলঙ্কায়ও মুদ্রাবাজারের কারসাজির কারণেও মুদ্রার বিনিময় হারে প্রভাব পড়ে, মূল্যস্ফীতি বাড়ে। তবে মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা করলেও নীতি সুদহার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরা গেছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে সঙ্কটের চূড়ান্ত সময়ে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪৯ শতাংশের বেশি। গত এক বছরে শ্রীলঙ্কা থেকে তিন লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছেন, যাদের মধ্যে চিকিৎসক, প্যারামেডিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের মতো অনেক উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মী আছেন। এরা বিদেশ থেকে প্রবাসী আয় পাঠানোর কারণে গত এক বছরে দেশটির প্রবাসী আয় ৭৬ শতাংশ বেড়েছে। শ্রীলঙ্কার ভুল নীতি, অব্যবস্থাপনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে তারা আইএমএফের দ্বারস্থ হয় এবং আইএমএফ স্বল্পসুদে ও স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়। ফলে বিশ্ব ঋণ বাজারও শ্রীলঙ্কার প্রতি আশ্বস্ত হয় এবং এগিয়ে আসে। শ্রীলঙ্কা আইএমএফের ঋণের বেশির ভাগ শর্ত বিশেষ করে আইএমএফের পরিমাণগত কর্মক্ষমতা মানদণ্ড (কিউপিসি) পূরণে যথেষ্ট ভালো করেছে; ইতোমধ্যে রাজস্ব খাত সংহত করেছে। ভর্তুকি কমিয়ে এবং করহার ও করের জাল বাড়িয়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের বেশ এগিয়েছে। শ্রীলঙ্কার পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় : এ কথা সত্যি, 'শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের অবস্থা পুরোপুরি তুলনীয় না হলেও, অনেকটা তুলনীয় ও শিক্ষণীয়। তারা যেভাবে বড় সমস্যা মোকাবেলা করে এখন স্থিতিশীল হচ্ছে, সেটিই শিক্ষণীয় বিষয়।' শিক্ষণীয় হলো- বাংলাদেশেও শ্রীলঙ্কার মতো গণতন্ত্রকে একনায়কত্বে পর্যবসিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ চরমভাবে পারিবারিক রাজনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বাংলাদেশে এখনো বিদেশি মুদ্রার সঙ্কট রয়েছে এবং তা দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে। আমদানি- রফতানির ছত্রছায়ায়, শেয়ারবাজার ও ব্যাংক লুট করে দুর্নীতিবাজ আমলা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও রাজনীতিবিদরা বিদেশে অর্থপাচার করছে। বৈদেশিক আয় আসছে হুন্ডির মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজস্ব আয়ে রয়েছে অব্যবস্থাপনা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মুখে পড়েছে সে কারণে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তাদের গভর্নর সঙ্কট মোকাবেলায় আগের নীতি থেকে সরে আসছে। অথচ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রিজার্ভ পাচার হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে আইন অপরাধীদের রক্ষা করছে। কৃষি খাতে আগের ভুল নীতি থেকে সরে এসেছে শ্রীলঙ্কা। তবে কৃষি খাতে শ্রীলঙ্কার চেয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে। শ্রীলঙ্কা পর্যটন খাত চাঙ্গা করা, প্রবাসী আয় বাড়ানো ও মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে তারা রিজার্ভ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটন খাতের বৈদেশিক আয় খুবই কম। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে বিদেশি পর্যটক আসেই না বলতে গেলে। তবে শ্রীলঙ্কায় রাতারাতি নয়, ধীরে ধীরে হচ্ছে, সেটিই নিয়ম। তবে তারা ঠিক পথেই আছে। শ্রীলঙ্কার বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা পরিশোধ করতে অর্থনীতির চাকা আরো সচল করতে হবে। এখানেও বাংলাদেশের শিক্ষণীয় রয়েছে। পাহাড় পরিমাণ দেশি-বিদেশি ঋণে বাংলাদেশ নিমজ্জিত। বিলাসী মেগা প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ তছরুপ হয়েছে। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ভালো দিক হলো- দেশটি তার ভুল ধরতে পেরেছে এবং এখন সবার আগে সেই ভুল শোধরানোর চেষ্টা করছে। অথচ বাংলাদেশ আজও তার ভুল বুঝতে পারেনি। কোনো ভুলই যেন সরকারের নেই; সমস্ত ব্যর্থতা যেন বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র। শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে তাদের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। ফলে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে খানিকটা সময় লাগবে। তবে তারা ঠিক পথে আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো ভুল পথে ঘুরছে; এই ভুল স্বীকারও করছে না দেশটি। সুতরাং ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ কম। বাংলাদেশকে শুরু করতে হবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা; এর জন্য শুরুতেই প্রয়োজন ভুল চিহ্নিত ও স্বীকার করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং জনসম্পৃক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খরচে লাগাম টানতে ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে পারে নকিয়া

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : খরচে লাগাম টানতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে নোকিয়া। মুনাফা কমে যাওয়ায় প্রায় ১৪ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের কথা ভাবছে ফিনল্যান্ডভিত্তিক জনপ্রিয় টেলিকম প্রতিষ্ঠান নকিয়া। বৃহস্পতিবার এই মর্মে একটি বিবৃতি দিয়েছেন সংস্থার কর্তারা। খরচ কমানোর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে চাকরি হারাতে পারেন প্রায় ১৪ হাজার মানুষ!

ফিনল্যান্ডের এই বিশ্বব্যপী টেলিকমিউনিকেশন জায়ান্ট জানিয়েছে যে, বর্তমান সময়ে 'চ্যালেঞ্জিং' বাজার পরিস্থিতির সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এর খরচের ভিত্তি কমিয়ে দিতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে কাজের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। ২০২৩ সাল থেকে মোট খরচের বেস ৮০০ মিলিয়ন ইউরো (৮৪২.৫ বিলিয়ন ডলার) এবং ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ১.২ বিলিয়ন ইউরোর মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্য রাখছে এই সংস্থা।

তৃতীয় ত্রৈমাসিকের নেট বিক্রি ১ বছরে কমে গেছে প্রায় ২০ শতাংশ! বর্তমানে এটি ৪.৯৮ বিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে, মুনাফার পরিমাণ ১ বছরে প্রায় ৬৯ শতাংশ কমে ১৩৩ মিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে। এই ক্ষতির চাপ সামাল দিতেই উল্লেখযোগ্য ছাঁটাইপর্ব শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এবার কর্মচারীর সংখ্যা ৮৬ হাজার থেকে কমিয়ে একেবারে ৭২ হাজার অথবা ৭৭ হাজারের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে

ভারতীয় ডাক বিভাগের কুমারটুলি স্পেশাল কভার

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.): পটুয়াপাড়া বা মৃৎশিল্পীদের বসতির অপর নাম কুমারটুলি। কুমারটুলি অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের দক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় এমনকি বিদেশেও পাড়ি জমে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি।

ভেজা মাটি এবং রঙের গন্ধে সমৃদ্ধ কুমোরটুলির আকর্ষণ অতুলনীয়। কুমোরটুলি বিভিন্ন হিন্দু উৎসবে পূজিত প্রতিমা নির্মাণ করে হস্তশিল্পের দ্বারা, বিশেষ করে দুর্গাপ্রতিমা। ভারতীয় ডাক বিভাগ এই উৎসবের মরশুমে বৃহস্পতিবার কুমোরটুলির উপর একটি স্পেশাল কভার প্রকাশ করলো।

কলকাতা রিজিয়নের পোস্টমাস্টার জেনারেল সঞ্জীব রঞ্জন মহাশয় উদ্বোধন করেন এই কুমারটুলি স্পেশাল কভারটি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জিপিও-র ডেপুটি ডাইরেক্টর সুদর্শনা সেন, অনুপ মন্ডল ও শ্রী ভগবান নায়েক। পরবর্তীকালে আমজনতা স্মারকটি সংগ্রহ করতে পারবেন কলকাতা জিপিও ফিল্যাটিলিক ব্যুরো থেকে।

বন্দী আবাসিকদের হাতেই তৈরি হয়েছে দুর্গা প্রতিমা

মুর্শিদাবাদ, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): বহরমপুরের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি থাকলেও মা দুর্গার আগমনী উৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয় ওঁরা। তাই সংশোধনাগারের আবাসিকদের হাতেই তৈরি হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা।

প্রতি বছরের মত এই বছর ৭৭তম বর্ষেও মা দুর্গার আগমনের প্রস্তুতি তুঙ্গে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। বহরমপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি বছর শারদোৎসবে মেতে ওঠে সংশোধনাগারের আবাসিকরা। এই বছরের থিম বিশ্ব সবুজায়ন।

জানা গিয়েছে, এবছর ৭৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের রিক্রেশন ক্লাব। এবারে তাদের ভাবনা সবুজায়ন, গাছ বাঁচাও প্রাণ বাঁচাও। মূলত এই চিন্তা ধারাকে মাথায় রেখেই এবারে এই থিম। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ১৩ জন আবাসিকদের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে মন্ডপ সজ্জা থেকে প্রতিমা সবকিছুই।

প্রতিমা শিল্পী তাপস দাস তৈরি করছেন মা দুর্গার প্রতিমা। সহযোগিতায় রয়েছেন রাজেশ দাস ও হাবল সেখ। আর বিশ্ব সবুজায়নের কথা মাথায় রেখে দুর্গা মায়ের প্রতিমাতেও রয়েছে বিশেষ চমক।

ইন্দ্রতলার দুর্গামণ্ডপে পুজোর থিম এবার রক্তবীজ

মুর্শিদাবাদ, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.) : চতুর্থীর সন্ধ্যায় নানা জায়গায় পুজোর উদ্বোধন হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম ইন্দ্রতলার দুর্গামণ্ডপ। পুজোর থিম এবার রক্তবীজ।

অসুর নিধনে দশভুজাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রতিমাতে। বুধবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কান্দি পৌরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থ প্রতিম সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ৮৯তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই বছর পুজো।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক ঋষির, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে সত্যিকারের বন্ধু বললেন হেরজগ

তেল আভিভ, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ইজরায়েল সফর শেষে আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এরপর ইজরায়েলে এসে পৌঁছন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। বৃহস্পতিবারই তেল আভিভে পৌঁছন ঋষি। জো বাইডেনের ইজরায়েল সফরের পরের দিনই সে দেশে পৌঁছন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন নেতানিয়াহু।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেছেন ইজরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের সঙ্গেও। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে সত্যিকারের বন্ধ বললেন হেরজগ।

এক্স মাধ্যমে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেছেন, 'এই কঠিন দিনে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কারা ইজরায়েলের প্রকৃত বন্ধু। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে ইজরায়েল আসার জন্য এবং ইজরায়েলের জনগণের পাশে নিজের সমর্থন ও দৃঢ় অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ। এটি একটি স্পষ্ট নৈতিক কণ্ঠস্বর প্রকাশ করার সময় - এটি সমস্ত মানবতার মূল্যবোধের জন্য একটি যুদ্ধ। বিশ্বকে বুঝতে হবে যে আমরা যদি হামাস এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে হত্যা ও অপরাধমূলক হামলা চালানো থেকে বিরত না করি - তাহলে তারা শুধু ইজরায়েলেই থামবে না।'

গান্ধীজির সামাজিক ঐক্য ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গিই এগিয়ে যাওয়ার পথ : রাষ্ট্রপতি

মোতিহারি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার বিহারের মোতিহারিতে মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে ভাষণ দিয়েছেন। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গান্ধীজির সামাজিক ঐক্য ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গিই এগিয়ে যাওয়ার পথ। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গান্ধীজি অহিংসা, সহানুভূতি, নৈতিকতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শে মানুষের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতাকে ভারতের আবেগময় ভূমির সঙ্গে খুব গভীরভাবে সংযুক্ত করেছিলেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের অনেকেই গান্ধীজিতে ভারতের মূর্ত রূপ দেখেন।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আপনারা সবাই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষে পরিচালিত প্রথম সত্যাগ্রহের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঐতিহাসিক চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজি দীর্ঘকাল এই এলাকায় অবস্থান করেছিলেন।

প্রায় ১০৬ বছর আগে গান্ধীজির নির্দেশে, চম্পারণের মানুষজন সামাজিক সাম্য ও ঐক্যের পথ অবলম্বন করে এবং ব্রিটিশ শাসনকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন। বর্তমানেও সামাজিক সাম্য ও ঐক্যের একই পথ দেশবাসীকে আধুনিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভারত একটি উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

অনামিকার পরিবারে এবার পুজোর আনন্দ অন্যরকম

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : দশভূজার সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিলেন অনামিকা। ''যদি যোগ্য হয়ে থাকি তাহলে মর্যাদা যেন জোটে''। তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন ''ভগবান''।

চাকরি পেয়েছেন শিলিগুড়ির অনামিকা বিশ্বাস রায়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ মোতাবেক ববিতা সরকারের চাকরি পেয়েছেন তিনি।

২১ সেপ্টেম্বর আমবাড়ি হরিহর হাইস্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছেন অনামিকা। এক মাস না হওয়ার কারণে পুজোর আগে হয়তো বেতন হাতে পাচ্ছেন না। কিন্তু, চলতি পুজোয় পরিবারের সকলের জন্য নতুন কিছু অন্তত কিনতে চান তিনি।

উল্লেখ্য, রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম উঠে এসেছিল প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর। অনিয়ম করে চাকরি পেয়েছেন তিনি, ওঠে এই অভিযোগ। নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে তাঁর চাকরি তুলে দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ির ববিতা সরকারকে। সেই সঙ্গে বেতন বাবদ অর্থও তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ববিতা নন, এই চাকরির আসল দাবিদার তিনি, এই মর্মে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনামিকা। এই মামলার প্রেক্ষিতেই ববিতার নম্বর সংক্রান্ত নয়া তথ্য সামনে আসে এবং তাঁর চাকরি অনামিকাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। শুধু তাই নয়, অঙ্কিতার থেকে প্রাপ্ত বেতন বাবদ টাকাও অনামিকার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ববিতাকে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কিছুদিন আগেই চাকরিতে যোগদান করেছেন তিনি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর পুজো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে অন্যরকম।

কংগ্রেস আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে : শিবরাজ; জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কৈলাশ

ভোপাল, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিজেপির রাজ্য কার্যালয় থেকে হাই-টেক প্রচার অভিযানের যানবাহনগুলির সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'কংগ্রেস আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, কংগ্রেস আলোচনা করছে কে কাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছে, আমরা রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি, তার ভিত্তিতে আমরা ভোট চাইছি। তারা রাজ্যের জন্য কিছুই করেনি তাই তাদের কথা বলার কিছু নেই।'

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এদিন নির্বাচনী প্রচারের জন্য বিজেপির হাই-টেক প্রচার যানবাহনগুলির সূচনা করেছেন বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেছেন, 'আমরা ইন্দোর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত জায়গায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাজের প্রচারের জন্য ৩৭টি গাড়ির সূচনা করেছি, আমরা আবার মধ্যপ্রদেশে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব।'

স্ক্যান রিপোর্ট, লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে নেইমারের, করাতে হবে অস্ত্রোপচার

ব্রাজিল, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): গতকাল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে পায়ে আঘাত পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন নেইমার। ২৪ ঘন্টা পর স্ক্যান রিপোর্টে জানা গেছে তার আঘাত গুরুতর। তার হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। এখন তাকে আবারও ছুরি-কাঁচির নিচে যেতে হচ্ছে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

বিবৃতিতে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি এডনাল্ডো রদ্রিগ্রেজ বলেছেন, ''ব্রাজিল ও বিশ্ব ফুটবলের জন্য নেইমারের তাড়াতাড়ি সুস্থতা এবং রিকভারি প্রয়োজন।

করিমগঞ্জের কটামণি সর্বজনীন কালীবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন

বাজারিছড়া (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লকের কটামণি সর্বজনীন কালীবাড়ি দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন। সর্বজনীন কালীবাড়ির এবার ৬১বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাড়তি আয়োজনের ব্যবস্থা করেছেন কমিটির কর্মকর্তারা।

কমিটির কর্মকর্তারা জানান, প্রতিবছর তাঁরা সাত্বিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এলাকার সনাতনীদের সংখ্যা কম থাকায় তাঁরা খুব বেশি সাজসজ্জায় না গিয়ে শুধু ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পূজা করেন। নিজেদের মধ্যে যতটুকু চাঁদা সংগ্রহ হয় তা দিয়ে পূজা করেন। প্রতিবারের মতো এবারও কুমারী পূজা ও সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া পূজার দিনগুলোতে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে শিশু সহ বড়রাও অংশগ্রহণ করবেন।

কর্মকর্তারা এ-ও বলেন, আজ মহাপঞ্চমী, ইতিমধ্যে পূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। পূজার প্রত্যেক দিন ভক্তদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিমা নির্মাণ করেছেন স্থানীয় শিল্পী। পূজারীও স্থানীয় শেখর ভট্টাচার্য।

খড়িবাড়িতে দুটি চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

খড়িবাড়ি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ এলাকায় দুটি চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার সকালে চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলাঘটার দুর্গামাতা চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে বাগানের শ্রমিকরা চিতাবাঘের শাবক দুটি লক্ষ্য করে। খবর পেয়ে টুকুরিয়া বন বিভাগের রেঞ্জার পনিত লালসহ বনকর্মীদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। সরজমিনে তদন্তের পর বনকর্মীরা মৃত চিতাবাঘের শাবক দুটি উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারিতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। চিতাবাঘের শাবক দুটির কবে, কীভাবে মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বনকর্মীদের অনুমান, শাবক দুটির বয়স প্রায় এক বছর। বন দফতর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুক্তি পাওয়া কামদুনির দোষীদের বিধিনিষেধ আরোপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): কামদুনি মামলায় ফাঁসি এবং যাবজ্জীবনের সাজা প্রাপ্ত চার জনকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তবে, সর্বোচ্চ আদালত সেই অভিযুক্তদের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করল।

হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মামলার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মুক্তি পাওয়া অভিযুক্তদের কিছু শর্ত মেনে চলতে আপাতত।

একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি পি কে মিশ্রের বেঞ্চ বলে,

১) কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন তাঁদের প্রতি মাসে সোম এবং শুক্রবার থানায় হাজিরা দিতে হবে।

২) প্রত্যেকের পাসপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশের কাছে।

৩) প্রত্যেকের মোবাইল নম্বর থানায় জমা দিতে হবে। মোবাইল তথ্য থানায় জানাতে হবে।

৪) কোথাও যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা, সেই তথ্য দিতে হবে। ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে থানায়।

মিজোরাম নির্বাচন ২০২৩ : চারজনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ আপ-এর

আইজল, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় ৪০ সদস্যের মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে চারজনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)।

আজ বৃহস্পতিবার আইজলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আপ-এর প্রদেশ সভাপতি অ্যান্ড্রু লালরেমকিয়াকে পাশে বসিয়ে প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন দলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক রাজেশ শর্মা। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ১২ নম্বর আইজল উত্তর-৩ আসনে অ্যান্ড্রু লালরেমকিয়া, ১৫ নম্বর আইজল পশ্চিম-১ আসনে ভ্যানলালমাওয়াইয়া ভানচাওং, ১৭ নম্বর আইজল পশ্চিম-৩ আসনে জোসেফ বিয়াকথিয়াংলিমা এবং ১৮ নম্বর আইজল দক্ষিণ-১ আসনে লালনগাইহাওমা পাচুয়াউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এর আগে গত ১৬ অক্টোবর দলের সর্বভারতীয় নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ৩৯টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। এর পর গতকাল ১৮ অক্টোবর দুই দফায় ২১ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি।

এদিকে গতকাল ১৮ অক্টোবর রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী টাউনলুইয়া সহ ২৩ জন প্রার্থী আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন নির্দলীয় এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাত প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ক্ষমতাসীন এমএনএফ-এর সর্বাধিক প্রার্থী মনোনয়ন পেশ করেছেন গতকাল। আজকের মনোনয়ন সংক্রান্ত কোনও তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আগামীকাল ২০ অক্টোবর, শুক্রবার মনোনয়নের শেষ তারিখ। তাই ধারণা করা হচ্ছে আজ ও আগামীকাল আরও মনোনয়ন পেশ হবে।

নজর কাড়বে দিল্লির শালিমার গার্ডেনের 'অনন্যা নারী দুর্গাপুজো

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.): নারীশক্তির উদযাপনের সঙ্গে অন্তঃসলিলা যোগ রয়েছে দুর্গাপুজোর। সে কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে দিল্লির শালিমার গার্ডেনের মহিলা সেবা সমিতি আয়োজিত দুর্গোৎসব 'অনন্যা নারী দুর্গাপুজো ২০২৩'। যা সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত।

'মায়ের পুজো, মায়েদের দিয়ে' এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পা রাখল শালিমার গার্ডেনের মহিলা সেবা সমিতির পুজো। দেশের মধ্যে কলকাতার পরেই রাজধানী দিল্লিতে দুর্গাপুজো হয় জাঁক করে। চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তার মধ্যেও অন্যন্য 'অনন্যা নারী দুর্গাপুজো ২০২৩'।

মহিলা সেবা সমিতির সদস্যাদের বক্তব্য, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর উপর শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচারের প্রতীকী প্রতিবাদ এই পুজো। সমিতির দাবি, এই ধরনের পুজোর আয়োজন দিল্লি এন সি আর তথা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রথমবার। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে চারজন মহিলা পুরোহিত এবং তিনজন মহিলা ঢাকিকে। পুজোর সমস্ত কাজ, যেমন প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, কোঅর্ডিনেশন, ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন- সমস্তটা মহিলারাই করছেন। অনন্যা মা দুর্গার ১০৮ নামের মধ্যে একটি। যা মন্দের উপর ভালোর, অসত্যকে ছাপিয়ে সত্যর বিজয়ের প্রতীক। সেকথা স্মরণে রেখেই 'মায়ের পুজো, মায়েদের দিয়ে'-র ভাবনা। নারীকে অগ্রনী ভূমিকায় আনার উদ্যোগ।

উল্লেখ্য, শালিমার গার্ডেনের মহিলা সেবা সমিতির সদস্যাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, উকিল, ব্যাঙ্ক আধিকারিক, নামী সংস্থার ম্যানেজার, আছেন সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, গৃহিণীরাও। সকলে মিলেই যুগ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। সেই সূত্রেই সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই শারদ উৎসব।

আমার জন্য বসুন্ধরা রাজেকে শাস্তি দেবেন না, বিজেপির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ অশোক গেহলটের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): 'আমার জন্য বসুন্ধরা রাজেকে শাস্তি দেবেন না', বিজেপির উদ্দেশ্যে এমনই কটাক্ষ তথা বার্তা দিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

বৃহস্পতিবার গেহলট বলেছেন, 'আমার কারণে তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত নয়। এটি তার প্রতি অবিচার হবে।'' গেহলট এদিন জাতীয় রাজধানীতে সাংবাদিকদের সম্বোধন করে বলেন, সোনিয়া গান্ধী আমাকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছিলেন, এখন সেই পদই আমায় ছাড়ছে না।

গেহলট এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, দলের মধ্যে কোনও মতভেদ নেই, প্রার্থী বাছাই-সহ সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হচ্ছে। ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে এদিন অশোক গেহলট আবেদন জানিয়েছেন, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ইডি, আয়কর দফতরের অভিযান অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

বালুরঘাটে পাইকারি সবজি বাজার স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের আন্দোলন সেতু সংলগ্ন রাস্তা থেকে পাইকারি সবজি বাজার স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে থানায় ঢুকে বিক্ষোভ দেখাল শতাধিক কৃষক ও ব্যবসায়ী।

বিক্ষোভকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শহরে স্থায়ী পাইকারি বাজার নেই। যার ফলে আন্দোলন সেতু সংলগ্ন রাস্তাতেই বসে বাজার। সেই বাজার সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদেই বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা। এদিন শতাধিক কৃষক ও ব্যবসায়ী বিক্ষোভ দেখান। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বালুরঘাট থানার পুলিশ। এদিকে এনিয়ে পুরসভাকেও অভিযোগ জানাবেন বলে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন। ওই এলাকায় বাজার বসতে দিতে হবে অথবা ফাঁকা কোনও জায়গা দেওয়া হোক তাদের, বলে দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।

তা না হলে আগামীদিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। এদিকে বাজার সরানো নিয়ে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলেও অভিযোগ।

ফের ইসিএলের কয়লা খনিতে ধস, জখম সুপার ভাইজার-সহ অন্তত ৩

আসানসোল, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ফের কয়লা খনিতে ধসের কবলে সুপারভাইজার-সহ দুই খনি শ্রমিক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে খনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার পঞ্চমীর দিন দুর্গাপুরের অন্ডালে ইসিএলের খনির এই দুর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে গাফিলতি করা হয় বলে অভিযোগ। আর সেই অভিযোগকে সামনে রেখে বিক্ষোভ শুরু করে দেয় খনি শ্রমিকরা। ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়।

কেন্দা এরিয়ার নর্থ জামবাদ কোলিয়ারিতে বৃহস্পতিবার সকালে সুপারভাইজার সাদ্দাম মহান্তি এবং দুই খনি শ্রমিক আশুতোষ মাঝি মনোজ কুমার ভূঁইয়ার উপর খনির চাঙর ভেঙে পড়ে। সহকর্মীরা খনি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পরেও দীর্ঘ সময় লেগে যায় স্ট্রেচার আনতে। ফলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়।

খনি শ্রমিকদের অভিযোগ, ইসিএল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জেরেই বারবার এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। পর্যাপ্ত স্ট্রেচার না থাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্তদের দীর্ঘসময় খনিগর্ভে আটকে থাকতে হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইসিএল-এর আধিকারিকরা। আসে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা। বাম শ্রমিক সংগঠনের আঞ্চলিক সম্পাদক জানান, ইসিএল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জেরেই এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৩) ওয়াটার রিটেনশন অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়
অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাত ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে। ৫) অস্টিয়োপোরোসিস অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

ডায়েট করেও ওজন কিছুতেই কমছে না ?

পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ।

তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

দুধ, ছানা না খেলেও সময়ে সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে
আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

২) হাড় মজবুত করে
পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে
টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। ৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায় বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে।

৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে
পুজোর আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

চুলের তেল, প্যাক, সিরাম, তৈরি করা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:
পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:
বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:
নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

রাতে জাগার অভ্যাস অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধছে ডায়াবেটিস

ব্যস্ত জীবনযাপন এবং কাজের কারণে বেশিরভাগ মানুষই আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতেপারেন না। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরে স্বাস্থ্যের উপর। আজকাল আধুনিক জীবনধারার কারণে মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। আর এটি তাঁদের কাছে ভীষণ সাধারণ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ অভ্যাস যে তাঁদের জীবনে কতটা ক্ষতি করছে, তা টেরই পাচ্ছেন না অনেকে।সম্প্রতি, একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে ,যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। গবেষকদের মতে, যারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।হার্ভার্ড মেডিসিন স্কুলের গবেষকরা ৬০ হাজার নার্সের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে রাতে কাজ করা নার্সরা কাজেক কারণে রাতে ঘুমোননা। এবং শুধু তাই-ই নয়, অস্বাস্থ্যকর খাবার খান। আর যার প্রভাব পড়ছে তাঁদের শরীরের উপর। গবেষকরা বলছেন, গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা রাতে জেগে কাজ করেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি দিনের বেলা কাজ করা মানুষের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।গবেষণায় বলা হয়েছে, যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন এবং দিনে ঘুমান, তাঁদের ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটে। এর ফলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগ হয়। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা অনেকরাত জাগেন, প্রায় ভোরের দিকে ঘুমোন, তাঁদের ফ্যাট মেটাবলিজমের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।দুই ধরনের ডায়াবেটিস আছে — টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস। টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ লোকের জিনগত কারণে ঘটে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কারণে ঘটে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয় প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম হয় না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সমস্যায় ভুগছেন ?

খাবার খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার মতো শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে? এগুলো গ্যাস-অম্বলের লক্ষণ। অনেকেই বাড়ির খাবার খেয়েও বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। তাছাড়া বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়মিত খেলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হতেই থাকে। কিন্তু গ্যাস-অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া, মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন, লাইফস্টাইলে বদল এনে বদহজমের সমস্যাকে দূর করতে। তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, হলুদ খেলে আপনার বদহজমের সমস্যা দূর হতে পারে।পেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে হলে, সেটা মোটেই ভাল নয়। বাজারে গ্যাস-অম্বল নিরাময়ের ওষুধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবসময় অ্যান্টাসিডের উপর ভরসা করে থাকাও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যে কারণে বদহজম থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের সন্ধানে থাকেন। সেখানে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, হলুদ বদহজম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি ২০৬ জন রোগীর মধ্যে এই গবেষণা করা রয়েছে। ২০৬ জনের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে পেট খারাপে ভুগছিলেন। একে ফাংশনাল ডিপেপসিয়া বলা হয়। এই রোগীদের থাইল্যান্ডের হাসপাতাল থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এই ২০৬ জন রোগীর প্রত্যেককেই ২৮ দিনের ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, পেটের রোগ কমাতে হলুদ দারুণ কার্যকর।

ওষুধের তুলনায় হলুদ কতটা বেশি কার্যকর, সেটা যাচাই করার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের ৬৯ জনকে ছোট ড্যামি ক্যাপসুল সহ দিনে চারবার ২৫০ গ্রাম কারকিউমিন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের ৬৮ রোগীকে প্রতিদিন ওমেপ্রাজল অর্থাৎ একটি ছোট ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল এবং দিনে চারবার দুটি বড় ডামি ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দলের ৬৯ রোগীকে হলুদ এবং ওমিপ্রাজলের সংমিশ্রণ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২৮ দিনের মাথায় রোগীদের মধ্যে লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশেষ করে ব্যথা ও শারীরিক অস্বস্তি। যাঁরা ওমিপ্রাজলের সঙ্গে হলুদ গ্রহণ করেছিলেন, ৫৬তম দিনে তাঁদের মধ্যে লক্ষণগুলো জোরাল হয়েছে। আবার অনেক সময় হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে হলুদ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তাই হলুদ কার্যকর হলেও কতটা উপকারী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন রয়েছে।

রোজ সকালে একবাটি ছোলা খেলেই সুগার, কোলেস্টেরল থাকবে নিয়ন্ত্রণে

হালে প্রোটিন পাউডার যুক্ত হয়েছে ফিটনেস ফ্রিকদের ডায়েটে। এর আগে ব্যায়ামবীররা মুগুর ভাঁজার পর ছোলাই খেতেন। যাঁরা রোজ নিয়ম করে মাঠে ছুটতে যেতেন তাঁরাও প্রথমে সেই গুড় আর ছোলাই খেতেন। একমুঠো ভেজানো ছোলা দিয়ে হত দিনের শুরু , বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে একরকম জোর করেই ভেজানো ছোলা-বাদাম-মুগ খেতে দেওয়া হত। ছোলার একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে যা আমাদের পেশী গঠনে সাহায্য করে। ছোলা ফাইবারের খুব ভাল উৎস ফলে হজমে কোনও রকম সমস্যা হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড়, দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। ছোলার ডালে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি এবং ফোলেটের মতো বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে যা শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এছাড়াও ছোলার মধ্যে থাকে ফোলিক অ্যাসিড-যা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়ামও থাকে, যা একটি শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অঙ্কুরিত ছোলা খেতে পারলে তার তো উপকারিতা অনেক- শরীরকে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে তা শরীরকে শক্তি দেয় আর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে প্রোটিনের ভাগ অনেক বেশি থাকে। যা পেশীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের প্রতিদিন একমুঠো করে ছোলা খাওয়া দরকার। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে যা আমাদের হজম করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর করে। তাই পেটের সমস্যা হলে রোজ নিয়ম করে ছোলা খেতে হবে।অঙ্কুরিত ছোলায় রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এর পাশাপাশি বি কমপ্লেক্স, যা আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড় ও হার্টের জন্য প্রয়োজনীয়

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের জন্যেও খুব উপকারী হল ছোলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোলা খেলে সারাদিন সুগার বশে থাকে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। আর ছোলাতে আয়রনের ভাগ অনেক বেশি। থাকে ক্যালশিয়ামও। ফলে হাড়ের জোর বাড়াতে, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, জটিল হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে অঙ্কুরিত ছোলা খান।

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে কটাক্ষ কে কবিতার, দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ তোলায় পাল্টা খোঁচা

হায়দরাবাদ, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্র নিয়ে অভিযোগ তোলায় রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানালেন ভারত রাষ্ট্র সমিতির এমএলসি কে কবিতা।

রাহুলকে কটাক্ষ করে কে কবিতা বলেছেন, 'তেলেঙ্গানা সরকার ও কেসিআর-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন রাহুল গান্ধী। আমি আবারও রাহুল গান্ধীকে তাঁর স্ক্রিপ্টরাইটার পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ সে আপনাকে বিভ্রান্ত করছে।'

প্রিয়াঙ্কাকে খোঁচা দিয়ে কে কবিতা বলেছেন, 'প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যিনি জওহর লাল নেহরুর প্রপৌত্রী, ইন্দিরা গান্ধীর নাতনি এবং রাজীব গান্ধীর কন্যা, তিনি পারিবারিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলছেন। নির্বাচনী প্রচারে এটাই সবচেয়ে মজার কথা শুনেছি। নিজেরা কাঁচের ঘরে বসে অন্যের দিকে ঢিল ছোড়া উচিত নয় তাঁদের।'

পালামুর ইটভাটায় দুর্ঘটনা, আহত তিন নাবালক শ্রমিক

পালামু, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের পালামুর রামগড় থানা এলাকার নাওয়াদিহ এলাকায় একটি ইটের ভাটায় কাজ করানো হচ্ছিল নাবালকদের দিয়ে। বুধবার গভীর রাতে কাজ করার সময় ইটের স্তূপ নাবালকদের ওপর পড়ে যায়। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তিন নাবালক। আহত সকলকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত তিন নাবালক রামগড় থানা এলাকার বেদমা বাভান্ডি এলাকার বাসিন্দা। রামগড় থানা এলাকার নওয়াদিহ এলাকায় একটি ইটের ভাটাতে নাবালকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল। বুধবার গভীর রাতে তারা ট্রাক্টরে ইট বোঝাই করছিল। এরই সময় ইটের স্তূপ পড়ে যায় নাবালকদের ওপর। এতে আহত হয়েছেন তিন নাবালক। স্থানীয় গ্রামবাসী ও অন্যান্য শ্রমিকদের সহায়তায় আহত সবাইকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে মেদিনীরাই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা শ্রম আধিকারিক ইটোয়ারি মাহাতো এবং জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক প্রকাশ কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টির খোঁজ নেন। আহত সকলকে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ডিসিপিও প্রকাশ কুমার জানান, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইট বোঝাই করতে গিয়ে তিন শিশু আহত হয়েছে।

যাদবপুর কাণ্ডে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরে "না" হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্চমীতে আদালতের রায়ে স্বস্তিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুরের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আবেদন খারিজ করেছে হাইকোর্ট।

পড়ুয়া মৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপির সমাবেশে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা। সেই সময় ৮বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে যাদবপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শুভেন্দু বিরুদ্ধে। এমনকী "কুকথা" বলতে শোনা যায় শুভেন্দুবাবুকে।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, "ঘটনার দিন শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা নির্দিষ্টভাবে কারও ক্ষেত্রে নয়। খুব সাধারণভাবে ব্যবহার করেন। তবে এমন পদমর্যাদার ব্যক্তিদের জনসমক্ষে এমন ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয় বলে মনে করে আদালত। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির পদের প্রতি মানুষের খারাপ ধারণা তৈরি হতে পারে।"

বিচারপতি সেনগুপ্তর আরও মন্তব্য, "জনসমক্ষে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত না বলেই মনে করছি। তারপরও আদালত মনে করে কুকথার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার ধারা প্রয়োগ করা যায় না। শুভেন্দুর তরফে দায়ের করা এফআইআর খারিজ মামলায় কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না আদালত।" আগামী ১৭ ও ১৮ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

তৃণমূল সরকারের দাতব্যনীতির ফের সমালোচনা তথাগতর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের দাতব্যনীতির ফের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, " একটি অনবদ্য মিম, বার বার পোস্ট করার মতো। বিনা পরিশ্রমে টাকা পেলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর কপালে কি আছে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এতেও যে আমাদের চৈতন্য হবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

সঙ্গের ছবিতে লেখা, "ইঁদুর খাঁচায় কেন বন্দী হয় জানেন, কারণ তারা

ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় গুলি, চতুর্থীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হাবড়ায়

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.) : চতুর্থীর রাতেই চলল গুলি। ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি চালিয়ে আহত করে পালাল দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানা এলাকায়। পুজোর মাঝেই ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ব্যবসার টাকা সংগ্রহ করে ফেরার পথে ব্যবসায়ীকে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে হাবরা থানার বনবিবি তলা গ্যাস গোডাউনের সামনে। বুধবার রাতে ফিরতি পথে ব্যবসায়ীর ভ্যানটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। দাঁড়ালেই টাকা ভর্তি ব্যাগে টান দেন দুষ্কৃতীরা।

তখনই ভ্যানচালক ভ্যানের গতি বাড়িয়ে দিলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। সেই গুলি গিয়ে লাগে ব্যবসায়ী স্বপন কুমার সাহার পায়ে। ওই ব্যবসায়ী বাগজোলা থেকে হাবরার আক্রমপুর মহাপ্রভু সরিনী এলাকায় নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। মাঝপথেই বনবিবি তলায় এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা।

ছিনতাইবাজের গুলিতে গুরুতর আহত হন ওই ব্যবসায়ী। গুলি চালনার আওয়াজ শুনে আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন।

স্থানীয়রা আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাবরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাবরা থানার পুলিশ।

কর্ণাটক জেডিএস-এর সভাপতিকে পদ থেকে বহিষ্কার করলেন দেবেগৌড়া, ভেঙে দিলেন রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটি

বেঙ্গালুরু, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): কর্ণাটক জেডিএস-এর সভাপতির পদ থেকে সি এম ইব্রাহিমকে সরিয়ে দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জেডিএস-এর প্রধান এইচ ডি দেবেগৌড়া। সি এম ইব্রাহিমকে সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করার পাশাপাশি ভেঙে দিয়েছেন রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটি। জেডিএস সুপ্রিমো এইচ ডি দেবগৌড়া তাঁর ছেলে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীকে দলের অ্যাড-হক রাজ্য সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে এইচ ডি কুমারস্বামী বলেছেন, আমাদের দলের জাতীয় সভাপতি পুরানো (কর্নাটক) ইউনিট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দলকে শক্তিশালী করার জন্য একটি অ্যাড-হক কমিটি ঘোষণা করেছেন। সি এম ইব্রাহিমকে আচমকাই কেন সরিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

ইজরায়েলে রকেট হামলা হিজবুল্লাহর, পালটা আঘাট লেবাননে

তেল আবিব-লেবানন, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ইজরায়েলের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় রকেট হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্রগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। কিরিয়াত শমোনাসহ আশপাশের এলাকাগুলোয় এ হামলা করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে ইজরায়েল পালটা লেবাননে দুটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

এক বিবৃতিতে আইডিএফ বলেছে, উত্তর ইজরায়েলের তেল তুমরুস এলাকায় লেবানন থেকে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এরপর আমাদের সৈন্যরা লেবাননের ভূখণ্ডে হিজবুল্লাহর অবস্থানে পাল্টা গোলাবর্ষণ করে। উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের কিরিয়াত শমোনা এলাকায় টানা রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ। অন্তত ৯টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ সময় এলাকাগুলোয় সাইরেন বাজছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, লেবানন থেকে ছোড়া রকেটগুলোর চারটিকে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোম। বাকিগুলোর মধ্যে একটি কিরিয়াত শমোনা এলাকা পড়েছে, সেখানে কেউ হতাহত হননি।

উত্তরাঞ্চলীয় শহর মেটুলা, মালকিয়া ও মানারা শহরে কয়েকটি ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে লেবাননের হিজবুল্লাহ।

এ হামলায় ইজরায়েলিদের মধ্যে হতাহত হয়েছে কিনা তথ্য দেয়নি আইডিএফ।

এদিকে, লেবাননের আল মায়াদিন টিভি স্টেশন জানিয়েছে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে লেবাননে দুটি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি কাফর শুবা ও ওদাইসেহের কাছাকাছি একটি অঞ্চলে নিক্ষেপ করা হয়। এ দুটি শহর ইসরায়েলি সীমান্তের কাছে লেবাননের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত।

এ ঘটনায় হতাহতের কোনো তথ্য দেয়নি আল মায়াদিন।

জামিন নাকচ তৃণমূল যুব নেতার, জেলে বুকে ব্যথায় রাতেই ভর্তি হাসপাতালে

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : জামিন নাকচ যুব নেতার। আগামী ১৪ দিন জেল হেফাজতেই থাকতে হবে আত্মহত্যায় প্ররোচনা মামলায় অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে। বুধবার জেলে গিয়েই 'অসুস্থ' হয়ে পড়ায় রাতেই তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার তৃণমূল নেতার জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন জলপাইগুড়ি সিজেএম আদালত। ১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুকে অস্বস্তি হওয়ায় আপাতত ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে সৈকতকে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন। সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে এমএসভিপি কল্যাণ খাঁ জানিয়েছেন।

গত ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ ও তাঁর স্ত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্য আত্মহত্যা করেন। সুইসাইড নোটে সৈকত-সহ চারজনকে দায়ী করে যান দম্পতি। বাকি তিন অভিযুক্ত গ্রেফতার হলেও অধরাই ছিলেন সৈকত। গত ১৬ জুন কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যেতেই শহর ছেড়ে উধাও হয়ে যান সৈকত। চারমাস পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোমবার জেলা আদালতে হাজির হলে পুলিশ তাঁকে দুদিনের জন্য হেফাজতে নেয়।

বুধবার হেফাজত শেষে সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে হাজির করে রিমান্ড না চাইলেও জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন সরকারি আইনজীবী।

শেষ পর্যন্ত জামিন না মঞ্জুর করে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। সরকার পক্ষের আইনজীবী মৃন্ময় বন্দোপাধ্যায় জানান, বিচারক সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন নাকচ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী সন্দীপ দত্ত জানান, সৈকতের হয়ে পুনরায় জামিনের আবেদন জানাবেন তাঁরা।

সৌরভ গাঙ্গুলির ইস্পাত কারখানার খোঁজ নিলেন তথাগত

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : সৌরভ গাঙ্গুলির প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার কাজ কতদূর এগোল, তার খোঁজ নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তথাগতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "শালবনিতে সৌরভ গাঙ্গুলির গ্রিলের কারখানা কতদূর এগোলো? বঙ্গীয় চিরবেকার সংঘের সদস্যরা যে হাঁ করে বসে আছে ! তোলাবাজিতেও এখন প্রচন্ড প্রতিযোগিতা, এদিকে পাউচের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, মাননীয়া কিছু করুন!"

প্রসঙ্গত, স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সপারিষদ সফরে গিয়ে সম্প্রতি সৌরভ শালবনিতে ইস্পাত কারখানা তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এই মন্তব্যের পর বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র নেতিবাচক মন্তব্য আসে। তার জের ধরেই তথাগতবাবু এদিন এই মন্তব্য করেছেন।

বাইডেন ফিরলেন আমেরিকায়

তেল আভিভ, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ইজরায়েল সফর শেষে আমেরিকায় ফিরে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এবার ইজরায়েলে এলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। বৃহস্পতিবারই তেল আভিভে পৌঁছেছেন ঋষি। জো বাইডেনের ইজরায়েল সফরের পরের দিনই সে দেশে পৌঁছেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা সুনকের। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করতে পারেন ইজরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের সঙ্গেও। গত সপ্তাহেই ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মিশর, তুরস্ক এবং কাতারে যাওয়ার কথা। হামাস-ইজরায়েল চলতি সংঘাতে সমাধানসূত্র খুঁজতেই এই তৎপরতা বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠন হামাস হামলা চালানোর পর তার নিন্দা করেছিলেন সুনক। আবার মঙ্গলবার গাজার একটি হাসপাতাল রকেট হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর, তারও নিন্দা করেন তিনি।

জম্মু ও কাশ্মীরে আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): স্ত্রীর আত্মহত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, অবসাদের জেরে আত্মঘাতী হলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র এক জওয়ান। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার ঘটনা। রাজস্থানের বাড়িতে আত্মঘাতী হয়েছেন স্ত্রী, এই দুঃসংবাদ জানার পরই ওই বিএসএফ জওয়ান আত্মঘাতী হন। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিএসএফ-এর হেড কনস্টেবল রাজেন্দ্র যাদব কাশ্মীর উপত্যকার কুপওয়ারা জেলায় নিযুক্ত ছিলেন।

হাসি মুখে দিল্লির আদালতে হাজিরা সিসোদিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিলেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। বৃহস্পতিবার হাসি মুখেই রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন মনীশ সিসোদিয়া। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় এদিন হাজিরা দেন সিসোদিয়া। আদালত আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে সিবিআই-এর মামলার শুনানি।

দিল্লির আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত মনীশ সিসোদিয়াকে ২৬ ফেব্রুয়ারি

দশ বছরেও উদ্দীপনায় কোনও ভাঁটা নেই এডিনবরার বাঙালিদের পুজোয়

এডিনবরার, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.) : এডিনবরার বাঙালিদের পুজো এবার পা দিল দশম বর্ষে। সময়টা হবে ২০১৪। বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমানো কয়েকজন বাঙালি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ আড্ডা দিচ্ছিলেন। কফিতে গলা ভেজানোর ফাঁকে দুর্গাপুজো নিয়েই চলছিল কথাবার্তা। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এডিনবরাতেও শুরু হবে পুজো। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে দশ বছর। এখনও উদ্দীপনায় কোনও ভাঁটা নেই।

এডিনবরা দুর্গোৎসবের আয়োজক স্কটিশ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলিস আর্টস অ্যান্ড সাংস্কৃতিক হেরিটেজ। প্রথম চার বছর শহরের একমাত্র হিন্দু মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হয়। আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু রিলিজিয়াস স্টাডিজের প্রধান পণ্ডিত ব্রজবিহারী শরন ছিলেন পুরোহিত। দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় শহরের কমিউনিটি হলে পুজো আয়োজনের সিদ্ধান্ত। মাঝে কোভিড আবহে ২০২০ সালে পুজো হয় ভারচুয়াল। ২০২১ সালে কড়া করোনাবিধি মেনে পুজোর আয়োজন। গতবার পুজো হয় সেন্ট কাথবার্থ চার্চ কমিউনিটি হলে। এবার পুজো হচ্ছে ক্র্যামোন্ড কার্ক হলে। পৌরহিত্য করবেন বাঙালি কমিউনিটির অন্যতম সদস্য সুমনা সিনহা এবং এডিনবরার চিকিৎসক ডাঃ গৌরব চৌধুরী।

বিদেশের পুজোয় সাধারণত তিথি মেনে পুজোর চল নেই। তবে এডিনবরার পুজো এবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তিথি মেনে হয় বোধন থেকে নবপত্রিকা স্নান, সন্ধিপুজো, কুমারী পুজো থেকে দধিকর্মার আয়োজন সবই। দশমীতে ধুনুচি নাচ এবং সিঁদুরখেলার আয়োজনও হয়। পুজোপাঠের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি থেকে ফ্যাশন শো বাদ যায় না কিছুই। এছাড়া উৎসব প্রাঙ্গণে থাকে আড্ডা জোন, রকমারি স্টল, ফটোবুথ, আর্ট গ্যালারি।

পুজোয় খাওয়াদাওয়া হবে না, তা তো ভাবাই যায় না। তাই দেশ বিদেশের নানা পদে খাবার নিয়ে ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজনও করা হয়। ফুড ফেস্টিভ্যাল থেকে সংগৃহীত অর্থ ম্যাকমিলান ক্যানসার সাপোর্ট চ্যারিটিতে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে বলাই যায় উমা আবাহনে এক্কেবারে সাজ সাজ রব এডিনবরায়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

তেলেঙ্গানার পুরো নিয়ন্ত্রণ একটি পরিবারের হাতে, দুর্নীতি সর্বোচ্চ : রাহুল গান্ধী

ভূপালপল্লী, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): তেলেঙ্গানা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার ভূপালপল্লীতে "বিজয়াভেরী যাত্রা" থেকে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'তেলেঙ্গানা রাজ্যের পুরো নিয়ন্ত্রণ একটি পরিবারের হাতে রয়েছে এবং দেশের মধ্যে এই রাজ্যে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশি। বিজেপি-বিআরএস-এআইএমআইএম-কে দেখুন, এই তিনটি দল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আপনারা ভেবেছিলেন তেলেঙ্গানায় "জনতা"-র শাসন থাকবে। কিন্তু, শুধুমাত্র একটি পরিবারই তেলেঙ্গানার শাসন করছে, এবং রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেই পরিবারের অধীনে। মনে হচ্ছে কেসিআর নির্বাচনে হেরে যাবে।' জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে রাহুল বলেছেন, 'জাতিগত জনগণনা দেশের জন্য এক্স-রে হিসেবে কাজ করবে। আমি যখন জাতিগত জনগণনা নিয়ে কথা বলি তখন প্রধানমন্ত্রী অথবা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কোনও কথা বলেন না।'

পুজোর মরশুমে রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর, (হি.স.) : পুজোয় রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন চালাবে রেল।

পঞ্চমী থেকে দশমী রাত পর্যন্ত ১৮টি অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ব রেল। ট্রেনগুলি গন্তব্যের সব স্টেশনে দাঁড়াবে। এক জোড়া ট্রেন চলবে শিয়ালদহ-রানাঘাটের মধ্যে চলবে। শিয়ালদহ থেকে রাত ১২টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে এবং রানাঘাট থেকে ছাড়বে ১১টা ৪৫ মিনিট। দু'জোড়া শিয়ালদহ-কল্যাণী লোকালও দিয়েছে পূর্ব রেল। শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত আড়াইটেয় এবং দেড়টায় এবং কল্যাণী থেকে ছাড়বে ১২টা ১০মিনিট এবং তিনটেয়।

এক জোড়া শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল, শিয়ালদহ রাত ১ টা ২০ মিনিট ও রাত ১১ টা ৫৫ মিনটে বনগাঁ থেকে ছাড়বে। শিয়ালদহ-ডানকুনির মধ্যে রাত সাড়ে ১১টা এবং ডানকুনি থেকে ১২টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। তিনজোড়া ট্রেন চলবে শিয়ালদহ-বারুইপুরের মাঝে। শিয়ালদহ থেকে দুপুর ৩টে ২০ মিনিট, রাত ১২ টা ২০ টায় এবং রাত ০২.২০ মিনিটে ছাড়বে। বেলা ০৪.৩৮, রাত ০১.২৫, রাত ০৩.২০ মিনিটে বারুইপুর থেকে ছাড়বে। চলাচল করবে। এক জোড়া শিয়ালদহ-বজবজের মধ্যে চলবে (শিয়ালদহ থেকে রাত ১১.৩০ টায় ছাড়বে এবং রাত ১২.৩০ মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়বে)। প্রসঙ্গত, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এবং লক্ষ্মীপুজোয় সমস্ত লোকাল ট্রেন দুপুর দুটোর পর থেকে সব স্টেশনে দাঁড়াবে।

ভূমিধসের জেরে বন্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : ভূমিধসের জেরে বৃহস্পতিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে বানিহাল এলাকার শালগাড়িতে ভূমিধসের পর জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়কে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাক। তিনি বলেন, শালগাড়িতে ভূমিধসের জেরে জাতীয় সড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। আপাতত ভূমিধসের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার জন্য বিআরও মেশিন কাজ করছে।

রিপোর্ট

● প্রথম পাতার পর
কর্মীর দাবি খবর পাওয়ার দেড় মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছুটি গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন তাঁরা। পর্রবতী সময়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ও বিদুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।মুখ্যমন্ত্রী দূর্যোগে মোকাবিলার তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তদন্ত করে ব্যবসা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।গতকাল রাতে বিদ্যুৎ নিগমের রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ওই দূর্ঘটনা ঘটেনি। প্যান্ডেলের ভেতরেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। বিস্তারিত তদন্তে তা বেড়িয়ে আসবে বলে দাবি নিগমের।রিপর্টোটে দাবি করা হয়েছে, গতকাল যখন ভয়ানক সংঘটিত হয়েছিল তখন গোটা অভয়নগর বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলনা। ওই এলাকার বিদ্যুতের নিম্মপরিবাহী তার থেকে মন্ডপকে দূরে রাখার বিষয়ে আগেই ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল নিগম। কিন্তু সেই সরকারি নিষেধকে মান্য দেয়নি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ফলে বাধ্য হয়ে নিগমের নির্দেশে বুধবার এফআরটি কর্মীরা সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ ওই এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে সেই নিম্ম পরিবাহী তারকে ক্যাসিং কাজ করতে থাকে। এফআরটি প্রায় ৭০ু ক্যাসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আচমকাই এফআরটি-র কর্মীরা লক্ষ্য করেন, সাড়ে বারোটার দিকে প্যান্ডেল ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। মূর্হুতের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এনএলএফটি সহযোগীর

● প্রথম পাতার পর
আদালত তাঁকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।
পুলিশ সুত্রে খবর, গত ২০ সেপ্টেম্বর রইশ্যাবাড়ি দিয়ে সীমান্তের ওপারে খাগড়াছড়ি জেলায় শিলছড়ি এলাকায় জঙ্গি ঘাঁটিতে ত্রিপুরার ৪ জন জনজাতি ছেলেকে প্যাকেজের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেছিল পবিত্র। তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, বাংলাদেশে জঙ্গি ঘাঁটিতে কয়েকদিন থেকে আত্মসমর্পণ করলেই তাঁরা পেয়ে যাবে সরকারী সহায়তা। কিন্তু, সেখানে যাওয়ার পর তাঁদের ২ মাসের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। ফলে তাঁদের মধ্যে তিন জন ত্রিপুরায় পালিয়ে এসেছেন। বিষয়টি পুলিশের গোচরে আসতেই পবিত্র জমাতিয়াকে জালে তোলার জন্য নানাভাবে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছিল আরক্ষা বাহিনী। ত্রিপুরায় ফিরেছে পবিত্র, গতকাল গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে নিজ বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত তাঁকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

২০৫০ জন টিএসআর

● প্রথম পাতার পর
তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা রেখেছে পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসন। বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে নিজ কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে তুলে ধরেন। তিনি বলেন শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর
বিকল হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশেষ করে গত দুই থেকে তিন বছর ধরে জনজাতি এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এইদিন তারা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে।এদিকে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গন্ডাছড়া মহকুমার ডিসিএম সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। আধিকারিকরা সড়ক অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনার পর তাদের দাবিগুলি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তারপর সড়ক অবরোধকারীরা সড়ক অবরোধমুক্ত করে দেয়। এইদিন সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় পাশে আটকে পরে বহু ছোটবড় যানবাহন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সূচনা

● প্রথম পাতার পর
পর্যন্ত সম্পসারিত করার জন্য ত্রিপুরাবাসী বহুদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই পুজোর প্রাক্কালে সেই দাবিকে মাথায় রেখে রেল মন্ত্রক কামাখ্যা লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের পরিষেবা আগরতলা পর্যন্ত সম্পসারিত করেছে। সেইসাথে রেল মন্ত্রকের অনুমোদন অনুসারে আরও একটি ডেমু ট্রেন পরিষেবা আগরতলা ও সাবমের মধ্যে আজ থেকে চালু হয়েছে। গৌহাটি এবং আগরতলার মধ্যে লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা আগরতলা থেকে মুম্বাই যেতে এই এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় লাগবে প্রায় ৫৫ ঘন্টা। আগরতলা থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ট্রেনটি মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ট্রেনটি মুম্বাই পৌঁছাবে শনিবার বিকেলে। মুম্বাই থেকে ট্রেনটি আবার রওনা হবে রবিবার সকাল সাড়ে ৭টায়। আগরতলা পৌঁছবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পে ৯৬.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুর, ধর্মনগর ও কুমারঘাট রেল স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। আগরতলা রেল স্টেশনটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে উন্নীত করার জন্য ২৩৫.৪৫ কোটি টাকার ডিপিআর জমা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা স্টেশনে এসকেলেটরও উদ্বোধন করা হয়েছে। আগরতলা-আখাউড়া রেল যা ঢাকা হয়ে কোলকাতার সাথে সংযোগ তৈরী করবে তার কাজও দ্রত গতিতে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেস ও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পরিষেবা উদয়পুর এবং বিলোনীয়ায় স্টপেজ সহ সাবম পর্যন্ত সম্পসারণের জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে রেল মন্ত্রকের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। লোকমান্য তিলক- কামাখ্যা ট্রেনের সম্পসারণের ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বা'ল এমনকি বাংলাদেশের মানুষও চিকিৎসা, শিক্ষা ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে উপকৃত হবেন।

পড়লো তালা

● প্রথম পাতার পর
ঢুকে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু এখনো টাকার কোনো হদিশ নেই। রাত পোহালেই ষষ্ঠী অথচ তাদের একাউন্টে একটি টাকাও জমা পড়েনি। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই ভিলেজ সচিব বলেন ভিডিও অফিস সব জানে বলেই দায়িত্ব খালাস। বার বার বকেয়া মজুরি মিটিয়ে না দিয়ে তালবাহানা শুরু হয়। তাই বাধ্য হয়ে আজ পঞ্চমীর দিনেই মনু ব্লক অফিস খোলার সাথে সাথেই ময়নামা, জামিরছড়া, উওর ধূমাছড়া সহ বিভিন্ন ভিলেজের রেগা শ্রমিকরা জড়ো হতে থাকে। বেলা আনুমানিক ১১টা নাগাদ মনু আর ডি ব্লক অফিসের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে অফিস কক্ষেই তালাবন্দি হয়ে পড়েন ব্লক আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মচারীরা। তাদের বক্তব্য পূজার বাজারে এসে সামান্য মজুরিটাই তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফুটানোর একমাত্র সম্বল। অথচ মোটা সরকারি মাইনে পাওয়া কর্মচারীরা তাদের কথায় কোনো কর্ণপাতই করছে না। তাই তারা কোনো রাস্তা না পেয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা। তাদের দাবী, বকেয়া রেগা মজুরি মিটিয়ে না দিলে ব্লকের তালা খোলা হবেনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মনু থানার বড়বাবু অসীম সরকার সহ পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ তালাবন্দি অবস্থায় থাকার পর দুদিনের মধ্যে বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় শ্রমিকদের। তারপরে তালা মুক্ত হয় ব্লক অফিস। জদিও প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

মেয়র

● আটের পাতার পর
ক্লাবগুলি প্রতিমা নিয়ে আসলে নিজ দায়িত্বে সাথে পুর নিগম নিরঞ্জন করবে বলে জানান তিনি। অত্যন্ত আনন্দের সাথে শারদোৎসব সম্পূর্ণ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র। আয়োজিত বৈঠকের এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিগমের ডেপুটি কমিশনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকার।

আঁটো সাঁটো

● আটের পাতার পর
গুলিতে দর্শনার্থীদের কথা মাথায় খে বোম স্কোয়াড ডগ স্কোয়াড দিয়ে চেকিং করা হবে, দুর্ঘটনা এড়াতে দেখা হবে অন্যান্য বিষয়গুলি, পূজা নির্বিঘ্নে নিয়ে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা চাইছেন, আনন্দ যাতে নিরানন্দ না হয় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন, এছাড়াও সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকাতে এবং সীমান্তে কড়া নজরদারি রাখতে বি এস এফ কে সতর্ক করা হয়েছে বলে তিনি জানান,দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ জেলায় পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একমাস আগে থেকে বিভিন্ন প্রস্তুতি শুরু করেছেন বলে জানান, পূজায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দফায় দফায় পূজা উদ্যোক্তা ও ক্লাব সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করা হয়েছে বলেও তিনি জানান, একই রকম ভাবে তিনিও এই ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা চাইছেন ,সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা রয়েছে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর
আরও বলেন, আগরতলা থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ট্রেনটি মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ট্রেনটি মুম্বাই পৌঁছাবে শনিবার বিকেলে। মুম্বাই থেকে ট্রেনটি আবার রওনা হবে রবিবার সকাল সাড়ে ৭টায়। আগরতলা পৌঁছবে মঙ্গলবার।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পে ১৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুর, ধর্মনগর ও কুমারঘাট রেল স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। আগরতলা রেল স্টেশনটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে উন্নীত করার জন্য ২৩৫.৪৫ কোটি টাকার ডিপিআর জমা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা স্টেশনে এসকেলেটরও উদ্বোধন করা হয়েছে। আগরতলা-আখাউড়া রেল যা ঢাকা হয়ে কোলকাতার সাথে সংযোগ তৈরী করবে তার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেস ও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পরিষেবা উদয়পুর তাবৎ বিলোনীয়ায় স্টপেজ সহ সারুম পর্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে রেল মন্ত্রকের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। লোকমান্য তিলক কামাখ্যা ট্রেনের সম্প্রসারণের ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমনকি বাংলাদেশের মানুষও চিকিৎসা, শিক্ষা ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে উপকৃত হবেন।

বাড়বাড়ন্ত

● আটের পাতার পর
জমিয়ে বেচা বিক্রি করে, যুব সম্প্রদায় এবং অনেক লোককে পাগল বানিয়ে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে,নিজেঅবৈধ টাকা রোজগার করে, আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে উঠছে। কলম চৌড়া বাজারে,মঙ্গলবার এবং শুক্রবার হাট বারের দিন, সকাল ৮ ঘটিকা হইতে বারোটা পর্যন্ত মদের রমরমা আসর জমজমাট বেচা বিক্রি, মাদক ব্যবসায়ীরা হলেন মন্টু ভৌমিক, যতীন্দ্র সরকার,। এক কথায় গুটা বক্সনগর এলাকায় জুয়া, কোটা গাজা, ইয়াবা নেশা সাগরে ভাসছে।রাত পোহালে শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্গোৎসব। এই পূজা কে কেন্দ্র করে মধুতি জুয়ারী নেশা করা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কার বারিরা ও বসে আছে, কখন তাদের মুনাফা অর্জন হবে। কলমচৌড়া থানা এলাকার পুলিশ বাবুরা মাঝেমধ্যে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু অবস্থা ধরপাকড় করে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, নেশাখোরদের। এইসব করাল গ্রাসে, আগামী প্রজন্ম ধ্বংস, এবং বিপন্ন হচ্ছে, তাদেরকে যদি বাঁচিয়ে না রাখা যায় অন্ধকার হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। পুলিশকে আমরা সমাজের বন্ধু বলি কিন্তু পুলিশ এই সমাজের রক্ষকের ভূমিকা হয়েও ভক্ষকের ভূমিকা অবতীর্ণ হচ্ছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো কাজও করেন তো বটে, ওদের একটা অংশ সমাজদ্রোহীদের সঙ্গে কারবারীদের সঙ্গে জড়িত হয়ে, আজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে,খাকি উদ্দি পরে নিজের মন মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে, আখের গুছিয়ে, সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। তদুপরি ও পুলিশ বলে কথা, এই সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকলে পুলিশের উপর নির্ভরশীল হয়ে সচেতন দোয়া কর, সমাজকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে পুলিশের অগ্রণী ভূমিকা দরকার। এই সকল উক্তি এবং যুক্তি নিয়ে মানুষের মনে হাজারো প্রশ্ন। পারবে একমাত্র সমাজকে গঠন করতে সচেতন নাগরিক ও কর্তব্য সমাজকে আঁকড়ে ধরা এবং ওকে রক্ষা করা।

নতুনত্ব কল্যাণপুরে

● প্রথম পাতার পর
বাঁশ বেতের অনন্য নিদর্শন স্থাপন করে একত্র সংঘের পূজা মন্ডপ সৃষ্টির এক নিদর্শন স্বরূপ তুলে ধরলো। গোটা আয়োজন সম্পর্কে ক্লাবের উপদেষ্টা চেয়ারম্যান সোমেন গোপ জানায় বিগত বছরের মতো এবারও ক্লাব সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা প্রদানের মধ্য দিয়েই শারদ উৎসবের আয়োজন। এ বছর পুজোর বাজেট তিন লক্ষ টাকা। নবমীর দিনে পূজা মন্ডপে খোয়াই জেলার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও ক্লাবের তরফ থেকে সোমেনবাবু জানায়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাব (ঘিলাতলী) :বরাবরের মতো এবারও গোটা কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় ব্যাপক সাড়া তৈরি করেই দশভুজার আরাধনায় মেতে উঠেছে ঘিলাতলীর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাব। সাধারণ মানুষের ওপরে যাতে কোনভাবেই চাপ ততটা না পড়ে তার জন্য বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা বাজেট কমিয়ে সার্বিকভাবে সামাজিক সচেতনতার বার্তাকে হাতিয়ার করেই এবার পুজোর আয়োজন। কাল্পনিক মন্দিরে এবছর তেলিয়ামুড়ার প্রখ্যাত প্রতিমা শিল্পীর হাতে গড়া দশভূজাদেবী পূজিত হবেন। মন্ডপ তৈরি থেকে আলোক সজ্জা সবকিছুই ক্লাবের সদস্যরা সামলেছেন। পুজোয় বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সহ নেশার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

শান্তি প্রিয় সংঘ (দক্ষিণ দূর্গাপুর) :
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই গোটা খোয়াই জেলার মধ্যে একপ্রকার আলোড়ন তৈরি করে আসছে কল্যাণপুর দক্ষিণ দুর্গাপুরের শান্তিপ্রিয় সংঘ। এবারও ক্লাব সদস্যরা সম্মিলিতভাবে নিজেরাই কাজ করে সুদীর্ঘ ৭০ ফুট উচ্চতার কাল্পনিক মন্দির তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই মন্দিরসহ সার্বিকভাবে পূজা মন্ডপ তৈরির কাজ শেষ। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর হাত ধরে পূজা মন্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। এবছর পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা সহ সার্বিকভাবে পূজা অনুষ্ঠানকে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে। শান্তিপ্রিয় সংঘের প্রতিমা শিল্পী থেকে শুরু করে মন্ডপ সজ্জায় থাকছেন স্থানীয় শিল্পীরা।
যদিও আলোকসজ্জার দায়িত্বে আছেন তেলিয়ামুড়ার জয়গুরু ইলেকট্রনিক্স। নেশার বিরুদ্ধে সার্বিক সচেতনতা তৈরি করার প্রয়াস সহ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরীর প্রয়াস এই পুজো মন্ডপ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ক্লাব কর্মকর্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।

তরুণ সংঘ (কমলনগর) :
কল্যানপুর উত্তর কমলনগর পঞ্চায়েতের গ্রামীণ এলাকায় বেশ ভালো বাজেটের পুজোর আয়োজন করেছে তরুণ সংঘ। পুজোর প্রতি দিনই বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বরাবর।
নেতাজী ক্লাব (কল্যানপুর মোটরস্ট্যান্ড) : চার লাখ টাকার বাজেটে এই পুজোর মূল আকর্ষণ হলো দেবী দুর্গার ২১ টি রূপ প্রদর্শন। তুইসিনদ্রাই এর রাকেশ পাল ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা দিয়ে প্রতিমা তৈরী করছেন। মণ্ডপে থাকবে বাঁশের কাজ। এই পুজো কমিটির সভাপতি শুভপ্রিয় বর্মন এবং সম্পাদক বিপ্লব দেব। ষষ্ঠীর দিন বস্ত্র বিতরন হবে এবং পুজো উদ্বোধন করবেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলে উদ্যোক্তারা জানালেন। নবমী দিন বিতরণ করা হবে অন্ন ভোগ।
বাঘাযতীন ক্লাব (গোপালনগর) : দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মধ্যে এই ক্লাব মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। আশ্চর্য জনক ভাবে এদের মণ্ডপের চুড়া চন্দ্রায়ন ২ এর মতো। সাম্প্রতিক চন্দ্রায়ন ৩ এর মতো না। সাদা রং কে গুরুত্ব দিয়েই মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। সভাপতি কেশব পাল জানালেন মণ্ডপ তৈরী করছেন সুদীপ দাস,। প্রতিমা আসছে মোহরছড়া থেকে। লাইট এবং সাউন্ড এ থাকছেন বিমল দাস। তারা চাইছে ভি আই পি দের তো সবাই সংবর্ধনা দেয়। কিন্তু এই ক্লাবের ইচ্ছা যে সব প্রবীন কৃষকরা আমাদের অন্ন যোগায় তাদের কয়েকজন কে সংবর্ধনা
চেতনা সংঘ (বাতেকা) : মাত্র দুই লাখ টাকা বাজেটে কাল্পনিক কাঠ কাপড়ের মণ্ডপে দেবী দশভুজা তিন দিন পূজিতা হবেন। গেরুয়া হলুদ এর মধ্যে নীল রং এর বর্ডার দিয়ে মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। ক্লাব সদস্যরাই মণ্ডপ তৈরী করছেন। প্রতিমা আনা হচ্ছে মোহরছড়া থেকে। এই পুজো কমিটির সভাপতি অনন্ত দেবনাথ এবং সম্পাদক রাকেশ দেবনাথ।
এছাড়াও পুজো হচ্ছে নিষ্ঠাভরে কল্যাণপুর বাজার, বাজার কলোনী কালীবাড়ি, থানা সংলগ্ন সার্বজনীন সহ জনজাতি অধ্যায়ুসিত একরাই বাজার, অধুনিয়া, রজনীসর্দার পাড়া, দক্ষিণ ঘিলাতলী, বড় ময়দান, পশ্চিম কুঞ্জবন, বাগান বাজার, তোতাবাড়ি সহ কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন ইয়ং ব্লাড ক্লাব, ঘিলাতলীর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্লাব, তোতাবাড়ির দেশবন্ধু ক্লাব, ইত্যাদি বিভিন্ন পুজোগুলো নিজেদের মতো করে কল্যাণপুরে ব্যাপক সাড়া তৈরি করতে চলেছে, বলাই বাহুল্য।
এদিকে খবর নিয়ে জানা গেছে বিগত বছরের মত এবারও গোটা কল্যাণপুর থানা এলাকায় প্রায় শতাধিক দুর্গাপূজা আয়োজিত হতে চলেছে এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে সার্বিকভাবে পরিস্থিতিকে সুশৃংখল এবং নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে প্রশাসনের তরফ থেকে সব প্রকারের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশকালে বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর
পুলিশকে জানায় সে বাংলাদেশী নাগরিক। সে অবৈধভাবে ভারত বাংলাদেশের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং কৈলাসহর এলাকায় তার এক নিকট আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিল এবং সেখানেই থাকতো বলে জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলি দিয়ে প্রায়শই এই অবৈধ অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। এই অনুপ্রবেশ রুখতে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করুক দপ্তর দাবি এলাকাবাসীদের।

নেশা কারবারী আটক

● প্রথম পাতার পর
শ্রমিক। কেউ মহিলা শ্রমিকদের উপর কোন ধরনের সন্দেহ করবে না এই বিশ্বাস নিয়েই নেশা কারবারিরা সেইসব বিহারী মহিলা শ্রমিকদের দিয়ে নেশা কারবার করছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আজ ধর্মনগরের আইএসবিটিতে দুই তিন জন মহিলাকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষের সন্দেহ হলে মানুষ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ সন্দেহজনকভাবে এদেরকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছ থেকে গাঁজা পাওয়া যায়। একজনের নাম বিশাখা দেবী এবং অপরজনের নাম রিনা দেবী দুজনের বয়সই ৩৫ বছর। এদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায় বলে জানা গেছে। এদেরকে এনডিপিএস ধারায় ধর্মনগর থানায় আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রান হারালো শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর
নির্মানকারীরা সঠিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে প্যান্ডেল নির্মান করছে কিনা তার দিকে নজর দেননি। প্রশাসন যদি সঠিকভাবে নজর দিতেন তাহলে অসীম বরুয়াকে অকালে চলে যেতে হতোনা বলে অভিমত তার পরিবারের। পূজা প্যান্ডেল নির্মানকারী দেবু সাহার গাফিলতির কারনে এই দুর্ঘটনায় প্রান হারালো অসীম বরুয়া। প্যান্ডেল নির্মাণ করতে গিয়ে উপর থেকে পরে যায় সে। কোনো ধরনের নিরাপত্তা সামগ্রী না থাকায় ঘটনাস্থলেই প্রান হারায় সে। এখন প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহন করে সেটাই দেখার।

শারদীয় দূর্গোৎসব সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব: সুশান্ত

আগরতলা, ১৯ অক্টোবর : শারদীয় দূর্গোৎসব সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব। আজ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে জাতি-জনজাতি সকল অংশের মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।
আজ মহা পঞ্চমীর দিনে শারদোৎসব উপলক্ষে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এনআইটি সংলগ্ন শংকর বাজারে বুথ নং- ২৯/৩০/৩১ ও ৩২ এর জাতি-জনজাতি উভয় অংশের মহিলাদের মধ্যে ৩২০টি শাড়ী ও পাছড়া বিতরণ করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়া, বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র তোলে দিয়ে তিনি তাদের সকলকে শারদীয়া দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অপেক্ষাকৃত সমাজের দুর্বল অংশের মানুষও যাতে এই কটা দিন পূজোর আনন্দে শামিল হতে পারেন তার জন্যই প্রতিবছরের মত এবারও বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন মজলিশপুরের বিধায়ক।
এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিগত বছরগুলোতেও শারদোৎসবের মৌসুমে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন তিনি। সেটি এ বছর আরও ব্যাপক আকারে করা হয়েছে। তাঁর মতে, পুজো সবার। তাই প্রত্যেকেই যাতে এ চারদিন আনন্দে কাটাতে পারেন, তার জন্যই এ আয়োজনে সামিল হয়েছেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের মায়েদের, বোনেদের মুখে হাসি ফোটাতেই বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

পানিসাগরে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৯ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার সারা ভারত কৃষক সভার অন্তর্গত রাবার উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে পানিসাগরের মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। ১৫ দফা দাবি সনদ প্রদানকালে প্রতিনিধি দলে ছিলেন শীতল দাস, আমির হোসেন, বিধানচন্দ্র নাথ, দ্বিজেন্দ্র মালাকার, আবির রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ১৫ দফা দাবি সনদের মধ্যে রয়েছে রাবারকে কৃষিজ ফসল হিসেবে ধরতে হবে। ইন্দো এশিয়ানমুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করতে হবে। দশ হাজার কোটি টাকা মূল্য স্থিতিস্থাপক তহবিল গঠন করে প্রতি কিলোগ্রাম রাবার সিটের ন্যূনতম মূল্য ৩০০ টাকা করতে হবে। শুল্কহীন রাবার আমদানি বন্ধ করতে হব। রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষীদের ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ করতে হবে। নিজ জমিতে নিজ খরচায় যে সমস্ত রাবার চাষি রাবার চাষ করছেন তাদের প্লেন্টটেশন সার্টিফিকেট কোনরকম টাকা ছাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রাবার বাগানের বীমা পুনরায় চালু করতে হবে। রাজ্যের রাবারকে কেন্দ্র করে ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপনের উপযোগী ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। রাবার চাষীদের নতুন বাগান করার ক্ষেত্রে ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৭০ু ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। রাবারের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি রাবার চাষীদের ভর্তুকিতে রোলার মেশিন ক্রয় করতে এবং ধোঁয়া ঘর নির্মাণ করার জন্য ৫০ু ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নাশকতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার টেপারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কম সুদে রাবার চাষীদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষুদ্র রাবার চাষীদের ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে তাদের জন্য মাসে ৫০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে রাবার চাষীদের রাবার বাগান তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে। ডেপুটেশন প্রদান কালে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা ও পানিসাগর মহকুমার ক্ষুদ্র ও মাজারি রাবার চাষীদের অনেকেই।

পঞ্চমীতে জনকল্যাণ সমিতির দূর্গা মায়ের মূর্তি উন্মোচনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আজ ১৯ শে অক্টোবর মহাপঞ্চমী জনকল্যাণ সমিতি এমবি টিলা ক্লাবের দুর্গা মায়ের মূর্তি উন্মোচন করেন মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার সাথে ছিলেন এলাকার বিধায়িকা শ্রীমতি মিনারানী সরকার। কর্পোরেটর অলক রায় এবং ক্লাবের সমস্ত কর্মকর্তারা। সেখানে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার তরফ থেকে নেশা বিরোধী একটি সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার নেশা বিরোধী সচেতনতা মূলক শিবিরটি ভূয়শি প্রশংসা পায় এলাকাবাসীদের কাছ থেকে। সংস্থার সম্পাদিকা ডঃ হৈমন্তী ভট্টাচার্য ওনার বক্তব্যে বলেন সব মাতা পিতাদের ভালো মানুষ বানাবার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করা আজ বড় প্রয়োজন। নেশার কবল থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হলে বাড়াতে হবে সন্তানের সাথে মাতা পিতার নৈকট্য ,পারিবারিক বন্ধন করতে হবে সুদৃঢ়। ছাত্রছাত্রীরা একাকিত্বে ভুগছে এবং এই একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে নেশা কারবারীরা যুবসমাজকে ওদের আয়ত্তে নিয়ে আসছে। আধ্যাত্মবাদ চর্চা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা প্রদান করতে পারে তাই ছোটবেলা থেকেই আধ্যাত্মবাদের সংস্কার বাচ্চাদের মনের মধ্যে গ্রথিত করতে হবে। মা বাবাকে এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। স্পন্দন সদস্যদের অভিনীত নাটক বিলম্বিত বোধদয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্পন্দনের এই প্রোগ্রামটির কোডিনেটর হিসেবে কাজ করেন দিবাকর চক্রবর্তী।

বিলোনিয়া শহরে সৌন্দর্য্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ অক্টোবর।। বিলোনিয়া শহরকে কি করে সুন্দর করা যায় সেটা মাথায় রেখে পুর পরিষদ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে চলেছে, এবং তাঁর প্রাথমিক কাজ শহরের সৌন্দর্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে, বিশেষ করে এক নং টিলায় মূল রাস্তার এক পাশে ফুটপাত কে পরিষ্কার করে ওখানে আলো করে একনং টিলাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়,পাশাপাশি বিলোনিয়া থানার পাশে পুকুরটিকে ঘাট বাধিয়ে আলোর রোশনাইতে সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে,এছাড়া আগামীতে বিলোনীয়া পুরপরিষদ আগামীদিনে আরো কি কি করবে তা নিয়ে চেয়ার পারসন নিখিল চন্দ্র গোপ ও দুই কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী ও বাবুল ভৌমিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাঁর ব্যাখ্যা দেন, তাঁরা বলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদ শহরের সৌন্দর্যায়নে অনেক কাজই করে চলেছে, তার মধ্যে বিলোনীয়া একনং টিলা বাজারে রাস্তার পাশে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। বিলোনীয়া থানার সামনে যে জলাশয়টি রয়েছে তার চার পাড় সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দুটি পাড়ের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে, মানুষ যাতে আকৃষ্ট হয় তারজন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এছাড়া একদিকে হাঁটার রাস্তা অন্যদিকে আলোকসজ্জা যারফলে যুবক থেকে বৃদ্ধ এখানে হাঁটতে আসে উপভোগ করবেন সৌন্দর্যায়ন, আগামী কিছু দিন পর জলাশয়ের বাকি দুটি পাড় ও একই রকম ভাবে সাজানো হবে,পাশে রয়েছে বিকেআই স্কুলের খেলার মাঠ সেখানে কিভাবে দর্শকরা বসে খেলা উপভোগ করতে পারে সে বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে,সঙ্গে রয়েছে স্মৃতি মন্দিরের পুকুর, এই গুলি কিভাবে সুন্দর করা যায়,এছাড়াও আরো কিছু সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে বলে জানান।

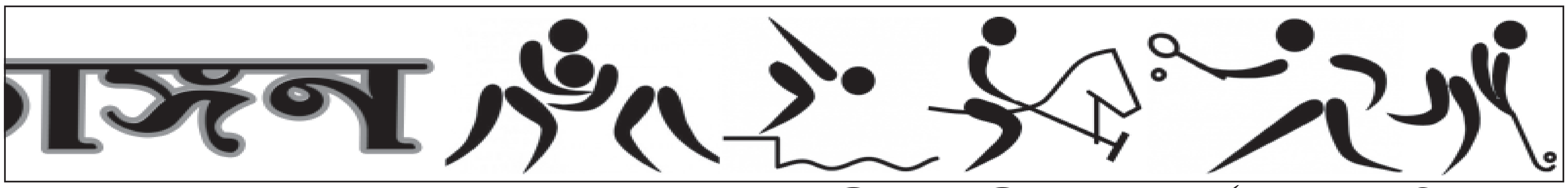

PRESS AUCTION NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO: 02/EE/MCD/PWD(R&B)/ 2023-24, Dated:-13-10-2023

On behalf of the 'Goyernor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites Short Quotation from the cligible bidders up to 3.00 PM on 03-11-2023 for the following works:-

Name of Work:- Demolition and disposal of dismantle materials incl. foundation of the structure bymanually or mechanically and make the ground level plain and clean without causing any damages to existing utilities services, nearby Government or Private structures and keeping full human safety ete for the following Government old buildings. The materials either Serviceable or unserviceable obtained from the demolition & dismantling will be the property of bidders quoted the tender and to be taken away by him immediately after demolishing of old building (plinth area 18.70m x 6.50 m) near Boys Nursing Hostel at Atal Bihari Vajpayee, Regional Cancer Center, Agartala, West Tripura for the construction of Mechnized Laundry at ABV-RCC. For details may contact to the office of the undersigned.

ICA/C-2804/23

Executive Engincer
Medical College Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala.

PNIeT No.:-21/EE/WRD-He-tender/2023-2024,Dated:- 16/10/2023

the Executive Engineer. WRD-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', re-invites online bercentage rate e-tender from the eligible Central & State public sectorundertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/T TAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & Central of appropriate class with experience in similar nature of works on 07/11/2023 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on the same day at 4:00 PM, if Possible for the following work:-

1	DNIeT No.140/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.11,82,623.00	Rs.23,652,.00	Rs. 1,000.00	03(three) months.
2	DNIeT No. 141/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.13,38,840.00	Rs.26,777,.00	Rs. 1,000.00	03(three) months.
3	DNIeT No.142/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.14,49,503.00	Rs.28,990.00	Rs. 1,000.00	03(three) months.
4	DNIeT No.143/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.6,20,854.00	Rs.12,417,.00	Rs. 1,000.00	01(One) month.
5	DNIeT No.144/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.6,16,168.00	Rs.12,323.00	Rs. 1,000.00	01(One) month.
6	DNIeT No. 145/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.4,95,577.00	Rs.9,912.00	Rs.1,000.00	01(One) month.
7	DNIeT No.146/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.5,69,331.00	Rs.11,387.00	Rs.1,000.00	01(One) month.
8	DNIeT No. 147/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.5,43,564.00	Rs.10,871.00	Rs.1,000.00	01(One) month.
9	DNIeT No. 148/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.6,63,123.00	Rs.13,262.00	Rs.1,000.00	01(One) month.
10	DNIeT No. 149/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.4,99,642.00	Rs.9,993.00	Rs.1,000.00	01(One) month.
11	DNIeT No. 150/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.15,67,110.00	Rs.31,342.00	Rs.1,000.00	03(Three) months.
12	DNIeT No. 151/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.20,06,350.00	Rs.40,127.00	Rs.1,000.00	06(Six) moment.
13	DNIeT No. 152/EE/WRD-1/DNIeT/2023-24	Rs.20,54642.00	Rs.41,093.00	Rs.1,000.00	06(Six) moment.

1. Last date & time for online Bidding:- 07/11/2023 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 07/1 1/2023 at 4:00 PM (if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the •-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Note:- For all details, clauses, terms and condition, ete. may be seen in the DNIeT.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Executive Engineer
W.R. Division No.1
Kunjaban, Agartala

ICA/C-2798/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-23/EE/RDUD/G/2023-24 DATED-17/10/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur,Gomati District invites perceptage-rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 06/11/2023 for the following work-

1. IMPLEMENTATION OF RETRO-FITTINGOF IHHL FROM SINGLE PIT TO TWIN PIT AT FULKUMARI GP (44 NOS), KUNJABAN GP(48 NOS),PURBA KUNJABAN GP (40 NOS),LAXMIPATI GP (44 NOS), PITRA GP (110 NOS), RAJNAGAR GP(160 NOS), KHILPARA GP(133 NOS) UNDER MATABARI R.D.BLOCK (TOTAL-579 NOS).
2. IMPLEMENTATION OF RETRO-FITTINGOF [HHL FROM SINGLE PIT TO TWIN PIT AT INDRANAGAR GP (112 NOS), HOLAKHET(46 NOS),KAKLABAN VC(50 NOS),GARJEECHARRA GP (39 NOS), GARJEE VC (64 NOS), PURBA GARJEECHERRA(65 NOS), TAINANI VC(57 NOS),ADIPUR(36 NOS) UNDER MATABARI R.D.BLOCK (TOTAL-469 NOS)
3. IMPLEMENTATION OF RETRO-FITTINGOF IHHL FROM SINGLE PIT TO TWIN PIT AT UTTAR CHANDRAPUR GP (57 NOS), CHANDRAPUR COLONY GP(46 NOS),PURBA MOGPUSHKARINI VC(122NOS),CHANDRAPUR R.F (41 NOS), DAKSHIN MURAPARA GP (64 NOS), CHANDRAPUR VILLAGE GP (54 NOS), MATABARI GP(76 NOS) UNDER MATABARI R.D.BLOCK (TOTAL-434 NOS)
4. Construction of Crematorium at Uttar Maharani GP under Matabari R.D.Block

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2792/23

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:28/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24 Dated- 13-10-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), Sabroom, South Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work: -

NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
"Periodical maintenance of road from Sindhukpathar to Baishnabpur Road (Link No-L040) (L=9.70 km) in between Ch.0.00 km to Ch.9.70 km under Suvarna Jayanti Tripura Nirman Yojona Scheme under Rupaichari Block in PWD (R&B) Division, Sabroom during the year 2023-24/ SH:- Re- Carpeting, Sand seal coat, Pucca Drain and traffic signs etc." DNIeT No: 41/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2023-24.	Rs.1,95,71,960.00	Rs.3,91,439.00	180 Days	Up to 10:00 A.M. on 03-11-2023.	At 10:30 A.M. on 03-11-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura.

ICA/C-2815/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: No F 4 - 26/EP/Etender/MSFDA/SDR/2023-24/5726-39 Dated: Agartala, the 13/10/2023

The Member Secretary, FDA Sadar, West Tripura District, Tripura on behalf of the Governor of Tripura invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of works	Construction of Range Office cum Quarter at Sadar under Sadar Range, Sadar FDA
Estimated Cost	Rs. 58,35,773.00 (Rupees fifty eight lakhs thirty five thousand seven hundred seventy three) only
Bid Fee	Rs. 2,500.00 (Rupees two thousand five hundred) only
Earnest Money	Rs. 1,16,715.00 (Rupees one lakh sixteen thousand seven hundred fifteen) only
Last date & time for online bidding	08.11.2023 up to 3:00PM

Note: The bid form sand other details including online activities should done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

Sd/-
Member Secretary
FDA Sadar, West Tripura, Tripura

ICA/C-2809/2023-24

মুস্তাক আলী : সতীশের অর্ধশতরান বিফলে ২য় ম্যাচে তামিলনাড়ুতে হোঁচট ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-১২৯/৫ তামিলনাড়ু-১৩৩/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে খেললো তামিলনাড়ু। অনেকটা অনায়াসেই ত্রিপুরার রানকে গেলো টপকে। এবং টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়ে গ্রুপের শীর্ষ স্থানে রয়েছেন ওয়াসিং সুন্দর-রা। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ক্রিকেটে। দেরাদুনের অভিমূণ্য ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৮ উইকেটে। ত্রিপুরার গড়া ১২৯ রানের জবাবে তামিলনাড়ু ১৯ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা আরও বড় স্কোর গড়তে পারতো। যদি না দলের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান দ্রুত প্যাভেলিয়নে না ফিরতেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শুরুতেই ধাক্কা কায় ত্রিপুরা। দলীয় মাত্র ১৯ রানের মধ্যে ত্রিপুরা হারায় বিক্রম কুমার দাস (৬), দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা (৪) এবং সুদাপ চ্যাটার্জি (৫)কে। ওই অবস্থায় গনেশ সতীশের সঙ্গে সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলেন শুভম ঘোষ। ওই জুটি যোগ করেন ২৯ রান। শুভম ১৫ বল খেলে ৯ রান করে রান আউট হয়েছেন। পঞ্চম উইকেটে সতীশের সঙ্গে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন রজত দে। শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। ম্যাচের শেষ বলে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরেন রজত। ত্রিপুরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান করেন। সতীশ ৫৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া রজত ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রান করেন। তামিলনাড়ুর পক্ষে বরুন ১৬ রানে এবং কুলদীপ সেন ২৮ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে তামিলনাড়ু ১৬.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দ্বিতীয় উইকেটে সি হরি নিশান্ত এবং বি সাই সুদর্শন ৮০ বল খেলে ১০২ রান যোগ করে তামিলনাড়ুর জয় নিশ্চিত করে দেন। নিশান্ত ৪৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রান করেন।

এরপর তৃতীয় উইকেটে সুদর্শনের সঙ্গে ইমপেক্ট ক্রিকেটার শারুখ খান জুটি বেঁধে তামিলনাড়ুকে জয় এনে দেন।

তামিলনাড়ু ১৬.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সুদর্শন ৪৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং শারুখ ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে রজত দে ১৭ রান দিয়ে ১ উইকেট পেয়েছেন। ২১ অক্টোবর ত্রিপুরা তৃতীয় ম্যাচ খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল, এফ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
মহারাষ্ট্র	৩	৩	০	০	১৮-০	৯
তেলেঙ্গানা	৩	১	২	০	১-০	৫
ত্রিপুরা	৩	১	১	১	১-১	৪
লাক্ষাদ্বীপ	৩	১	১	১	১-৪	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩	০	১	২	০-৭	১
আন্দামান	৩	০	১	২	০-৯	১

সোনামুড়ায় আয়াত আলী স্মৃতি ফুটবলে যুবশক্তি চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। অবশেষে ট্রাইবেকারে আড়ালিয়া যুবশক্তি দল, এনসি নগর বর্ডার কিংস দলকে ৫-৪ গোলে হারালো। মাঠের আনাচে কানাচে হাজার হাজার দর্শক উপভোগ করল আজকে সোনামুড়া আয়াত আলী স্মৃতি ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ। খেলাটি শুরু হয় সোয়া তিনটায়। আজকের এই ফাইনাল ম্যাচটি ৬০ মিনিটের খেলা হয়। আড়ালিয়া যুব শক্তি বনাম এনসি নগর বর্ডার কিংস দুই দল-ই খুবই শক্তিশালী ছিল। প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটের খেলায় কোনও দলই গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্ধের ত্রিশ মিনিটের খেলায়ও কোনও দল কেউ কাউকে গোল করতে পারেনি। এরপর সিদ্ধান্ত হয় ট্রাইবেকারের। ট্রাইবেকারে পেনাল্টি শুট আউটে এনসি নগর চারটি গোল করে এর মধ্যে একটি গোল মিস করে। আড়ালিয়া যুব শক্তি দল টাইব্রেকারে পাঁচটি গোল করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছিনিয়ে নেয়। যখন ট্রাইবেকার হচ্ছিল তখন মাঠের চতুর্দিকে দর্শক পুরো গ্যালারি ভরপুর ছিল এবং পুরো ম্যাচে ছিল এক অন্যরকম টানটান উত্তেজনাময়। যে মাত্র শেষ গোলটি করার জন্য আড়ালিয়া যুবশক্তি দলের বিদেশি খেলোয়াড় গোল করেন তখন গ্যালারি ভর্তি দর্শক এবং আরালিয়া দলের সমর্থকরা মাঠের ভিতরে প্রবেশ করে ডিজে গানের মাধ্যমে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন। বাঘাযতীন ক্লাবের উদ্যোগে এবং বাঘাযতীন ক্লাবের সভাপতি মামুন তালুকদার প্রচেষ্টা দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে এই সোনামুরা খেলার মাঠে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরো ফাইনাল ম্যাচটি আয়োজক হিসেবে সভাপতি ভূমিকা পালন করেন মামুন তালুকদার। আর খেলাটি যার স্মরণে হচ্ছে উনি হলেন সোনামুরা নগর পঞ্চায়েতে ভাইস চেয়ারম্যান শাহাজান মিয়ার পিতা। খেলা চলাকালীন সময়ে এর মধ্যে ঘোষণা হয় মাঠে উশৃংখলতার কারণে সেমিফাইনাল ম্যাচে রাঙ্গামাটি আর দুই খেলোয়াড় গোলকিপার সুমন দে এই খেলার মাঠে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয় তার পাশাপাশি খেলোয়ার বিশ্বজিৎ কে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তবে আজকের এই ফাইনাল ম্যাচে এন সি নগর, বর্ডার কিংস এর অধিকাংশ খেলোয়াড় ছিল ভুটান, ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অন্যদিকে আড়ালিয়া যুবশক্তি ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৬ জন ছিল নাইজেরিয়ান খেলোয়ার। এ খেলায় সদ্যপ্রয়াত বাঘাযতীন ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক আব্দুল মতিনকেও স্মরণ করা হয়। সর্বোপরি খেলার আয়োজন কে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, সোনামুরা নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান সারদা চক্রবর্তী। ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া বিশিষ্ট সমাজসেবক শুভঙ্কর সরকার, ইউসুফ মিয়া, খেলার আয়োজক কমটির সভাপতি মামুন তালুকদার, সেক্রেটারি রাসুল রহমান সহ আরো অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তিরা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরাজিত দলকে রানার্স হিসেবে ৩০০০০ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এবং দুই দলকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। সবকিছু মিলিয়ে আজকে সোনামুড়া খেলার মাঠে খেলার সমাপ্তি হয় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা-রেলওয়েজের ম্যাচ বৃষ্টিতে নো-রেজাল্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। গ্রুপ লিগের দিনের তিনটি ম্যাচই হলো। বাধা পরলো দিনের শেষে ত্রিপুরা - রেলওয়েজের ম্যাচটিতে। বৃষ্টির কবলে ম্যাচ শেষ পর্যন্ত নো রেজাল্টের গ্যারাকলে পয়েন্ট দুই-দুই করে ভাগ পেয়েছে দুই দল। দিনের আগবেলার তিনটি ম্যাচ জয় পরাজয় ফয়সালা হওয়ায় বিজয়ী তিন দল কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে গেল মূল পর্বের লক্ষ্যে। বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর ত্রিবান্দমে আজ থেকে শুরু হয়েছে। ৮ দলীয় গ্রুপের প্রথম দিনে প্রথম খেলায় ঝাড়খন্ড ৮৬ রানের ব্যবধানে সিকিম কে, দ্বিতীয় খেলায় পাঞ্জাব নয় উইকেট এর ব্যবধানে বিহারকে এবং তৃতীয় খেলায় হরিয়ানা ৩ উইকেটের ব্যবধানে আসাম কে পরাজিত করেছে। বিকেল সাড়ে চারটায় স্পোর্টস হাব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের চতুর্থ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৭ ওভার খেলাও হয়েছে। এর মধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল তেত্রিশ রান সংগ্রহ করেছিল। ইতোমধ্যে বৃষ্টিতে খেলা পন্ড। পুনরায় ম্যাচ শুরু করারও সুযোগ হয়নি। নো রেজাল্টের আবদ্ধে দুই দুই করে পয়েন্টে ভাগ বসিয়ে দুই দলই আগামীকালে দ্বিতীয় ম্যাচের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সন্তোষ ট্রফি : ২য় জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। শক্তিশালী তথা স্বাগতিক মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে শুক্রবার ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে অনুষ্ঠিত ৭৭ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে। সকাল সাড়ে ৮ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আপাতত ৩ ম্যাচ খেলে সবকটিত জয়লাভ করে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৪। ফলে শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে অনেক এগিয়ে বিপক্ষ দল। দুদলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। এদিন সকাল ১১ টা থেকে প্রায় দুঘন্টা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। আজ দলে ফিরছেন ভক্তিপদ জমাতিয়া এবং জয় কিষান ঘাঁষি। ফলে দলের রক্ষণভাগ অনেকটাই শক্তিশালী হবে আশা করা যাচ্ছে। তবে ত্রিপুরার ফুটবলারদের শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করার মানসিকতা মহারাষ্ট্রকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে এমনই আশা করছেন ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট।

এদিন অনুশীলনে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ম্যাচের বিভিন্ন কাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ে অনুশীলন করান কোচ ডি কে প্রধান এবং আবু তাহের।

ঘরের মাঠে স্বাগতিক দলের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার ছেলেরা কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারবে তা-ই দেখার এখন। তবে কোচ থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট আশাবাদী ভালো খেলা নিয়ে।

অনূর্ধ ১৯ টি-২০ নেতৃত্বে ফের রূপালী রাঁচিতে ১ম ম্যাচ হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্য দল ঘোষিত। পূজো কাটিয়ে প্রত্যেক ক্রিকেটাররাই যথারীতি রিপোর্ট করবে আগামী ২৫ অক্টোবর। ২৯ অক্টোবর, রবিবার রাজ্য দল রাঁচির উদ্দেশে রওনা হবে। অনূর্ধ ১৯ মহিলা টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম ম্যাচ হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে। খেলা হবে ২ নভেম্বর। রাঁচিতে ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে। রাজ্য দলটি হল: রূপালী দাস (উইকেট রক্ষক ও ক্যাপ্টেন) বিজয়া ঘোষ, গিয়া মন্ডল, অস্মিতা দেবনাথ (সহ অধিনায়ক), অস্মিতা দাস, পায়েল নম, পারমিতা চক্রবর্তী, প্রিয়া সরকার, তানিয়া দেব, মিনতি বিশ্বাস, রিফু দেববর্মা, রেশমি নোয়াতিয়া, অন্তরানি নোয়াতিয়া, পৌলমী পাল, অস্মিতা দাস- তেলিয়ামুড়া, ভূমিকা নায়েক, তনুশ্রী সরকার। সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে রয়েছেন মাম্পি দেবনাথ ম্যানেজার, অমল পাল লজিস্টিক ম্যানেজার, শ্রাবণী দেবনাথ চীফ কোচ , সন্দীপ ব্যানার্জি কোচ, শুভ্র পাল কোচ, মিষ্টি দেব ফিজিও, সুখেন্দু দে ট্রেনার। সংশ্লিষ্ট সকলকে ২৫ অক্টোবর বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন। অনিবার্য কারণে ম্যানেজার ও লজিস্টিক ম্যানেজার ২৭ অক্টোবর দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

ফিরে দেখা : ক্রিকেট বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সপ্তাহ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): দেখতে দেখতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুই সপ্তাহ কেটে গেল। বিগত সপ্তাহের মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বকাপের বিশেষ কিছু ক্রিকেটারের পারফরমেন্স দেখে নেওয়া যাক।

শীর্ষ ৫ রান সংগ্রাহক:

* * ে ড ভ া ন কনওয়ে(নিউজিল্যান্ড):
৪ ইনিংস, ২৪৯ রান, সর্বোচ্চ ১৫২*
* * ে মা হা ম্ম দ রিজওয়ান(পাকিস্তান):
৩ ইনিংস, ২৪৮ রান, সর্বোচ্চ ১৩১
**কুইটন ডি কক(দক্ষিণ আফ্রিকা):
৩ ইনিংস, ২২৯ রান, সর্বোচ্চ ১৩৯
**রোহিত শর্মা (ভারত):
৩ ইনিংস, ২১৭ রান, সর্বোচ্চ ১৩১
**কুশল মেন্ডিস(শ্রীলংকা):
৩ ইনিংস, ২০৭ রান, সর্বোচ্চ ১২২

শীর্ষ ৫ উইকেট শিকারি:

* * ি ম ে চ ল স্যাটনার(নিউজিল্যান্ড):
৪ ইনিংস, ১১উইকেট, সেরা ৫/৫৯
**ম্যাট হেনরি(নিউজিল্যান্ড):
৪ ইনিংস, ৯ উইকেট, সেরা ৩/৪০
**জসপ্রীত বুমরা(ভারত):
৩ ইনিংস, ৮ উইকেট, সেরা ৪/৩৯
**হাসান আলী(পাকিস্তান):
৩ ইনিংস, ৭ উইকেট, সেরা ৪/৭১
**রাবাদা(দক্ষিণ আফ্রিকা):
৩ ইনিংস, ৭ উইকেট, সেরা ৩/৩১

সর্বাধিক চার রান:

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সামাজিক কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক সামাজিক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এদিন বিকেলে পশ্চিম ভুবনবনস্থিত নীলাজ্যোতি শিশু আবাসিক হোমে ৪৭ জন আবাসিক ছাত্রকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কিছু বস্ত্র সামগ্রী প্রদান করা হয়। সঙ্গে প্রায় সপ্তাহখানে চালিয়ে নেওয়ার মতো খাবার সামগ্রী প্রদান করা হয়। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিতে সম্পাদক অভিষেক দে পরিচালকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে বলেন যে আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি চালু থাকবে। অনুষ্ঠান শেষে জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথও তার সংক্ষিপ্ত কথায় বলেন ক্লাবের সকল সদস্যদের সহযোগিতায় এ ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া সম্ভবপর হয়েছে। পরিচালকদের সঙ্গে কথোপকথন কালে আরও কিভাবে আবাসিক পড়ুয়াদের সাহায্য সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জেআরসি-র কার্যকরী সদস্য সুব্রত দেবনাথ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চমীতে পুজো মন্ডপে জনঢল

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: রাজীব চন্দ্রশেখর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা কর্মসূচির সূচনা করেন একথা বলেন কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন, এন্টারপ্রেনারশিপ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর।

তাঁর কথায়, রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ থেকে চালু করা হয়েছে হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি, গণিত, স্ট্যাটিসটিকস, কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও বিসিএ, এমসিএ, এমএসসি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ডিলয়েট এবং নিলেট আগরতলা যৌথভাবে 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচির বাস্তবায়ন করবে।এদিন রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, ভবিষ্যতে যেকোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য জ্ঞানের পাশাপাশি দক্ষতাও থাকতে হবে। গত ৭-৮ বছরে দেশের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এরফলে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ভারতবর্ষে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু এসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেকেরই শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি যেকোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর দক্ষতা থাকতে হবে।এদিন তিনি আরও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, পুনে, গুরগাওয়ের মতো আইটি সেক্টরের বিকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন এখানকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলিতে চাকুরি পাওয়ার উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যেই 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে।তাঁর দাবি, আগামী কিছুদিনের মধ্যে আইবিএম, মাইক্রোসফটের মতো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীও এ ধরণের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হবে।

'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে বৃহস্পতিবার। এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ডেলয়েট ইন্ডিয়া এবং NIELIT আগরতলা দ্বারা বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী। তাদের এই মেধা কাজে লাগানোর জন্য দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল রাজ্যে ডেলয়েট ইন্ডিয়া এবং NIELIT আগরতলা দ্বারা বাস্তবায়ন করার। সেই স্বপ্ন পূরণের অংকুর সৃষ্টি হয়েছে আজ। তাই আজকের দিনটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাক্ষী বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি বলেন, ডেলয়েট দীর্ঘ ১৭৫ বছর পুরনো কোম্পানি। ১৪৫ টি দেশে এই কোম্পানি রয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আগামী দিন দেশ-বিদেশে কাজ করে ত্রিপুরার সাথে ভারতবর্ষের নাম গর্বিত করবে। পাশাপাশি নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে এবং পরিবারকে রক্ষা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন ধীরে ধীরে এই কোম্পানি ত্রিপুরার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যেও স্থাপিত হবে। তিনি আরো বলেন আগামী জুন মাসের মধ্যে রাজ্যের সাড়ে তিন শতাধিক যুবক-যুবতীকে ত্রিপুরা থেকে এই কোম্পানিতে চাকরি করবে। এবং তাদের বেতন বছরে ছয় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। আয়োজিত অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তা, দক্ষতা উন্নয়ন, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্র শেখর, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্যরা।

অমৃত ভারত প্রকল্পে ১৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে উন্নয়নের কাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ অক্টোবর: অমৃত ভারত প্রকল্পে ১৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুর, ধর্মনগর ও কুমারঘাট রেল স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ আগরতলা থেকে ক্যামখা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবার সূচনা হয়েছে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলা ও মুম্বাইয়ে মধ্যে চলাচল করবে। এছাড়াও আর আগরতলা ও মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ডেমু ট্রেন পরিষেবা এবং আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এসকেলেটরেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।এ উপলক্ষে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিষয়ত মীনরাণী সরকার উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবা আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য ত্রিপুরাবাসী বহুদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই পুজোর প্রাক্কালে সেই দাবিকে মাধ্যমে রেখে রেল মন্ত্রক কামাখ্যা লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের পরিষেবা আগরতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে।সেইসাথে রেল মন্ত্রকের অনুমোদন অনুসারে আরও একটি ডেমু ট্রেন পরিষেবা আগরতলা ও গারুমের মধ্যে আজ থেকে চালু হয়েছে। গৌহাটি এবং আগরতলার মধ্যে লোকমানঢ় তিলক-কামাখ্যা আগরতলা থেকে মুম্বাই যেতে এই এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় লাগবে প্রায় ৫৫ ঘন্টা।এদিন তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলমচৌড়া থানা এলাকায় নেশা জুয়ার বাড়বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনর, ১৯ অক্টোবর।। গোটা বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীনে, দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাদক কার বারি, ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী, গাঁজা ব্যবসায়ী, ব্রাউন সুগারের কৌঠাখুর,এবং জুয়ার রমরমা আসর। মানিক্যনগর ইটভাট্টা স্থানে প্রতিদিন রাতে এবং দিনের গোপন নির্জন স্থানে এখানে জোয়ার বড় ধরনের আসর বসে, সঙ্গে মদের রমরমা ব্যবসা। ভেলোয়ারচর বাজারে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি করছে,। কল সিমুড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জীবন সরকার ইয়াব ট্যাবলেট কৌঠা বিক্রি করছে। দক্ষিণ কলম চৌড়া, সুখেন সরকার চৌমুহনি সংলগ্ন নিজ বাড়িতে মদের আসর, বসিয়ে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। দক্ষিণ কলম চৌড়া বাজারের পূর্ব দিকে টঙ্গঘরের পাশে নিত্যদিন বিশাল অংকের জুয়ার আসর বসে। উত্তর কলম চৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝরনা মেম্বারের ছেলে, ফিসারী পাড়ের পূর্ব দিকের বাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট, ইংলিশ মদ, বিহার বিক্রি করে ভালো রোজগার করে। যুব সমাজকে ফেলে দিচ্ছে অন্ধকারে, কুপথে পরিচালিত হচ্ছে আজকের যুব সম্প্রদায়, যুবসমাজ, নেশা করাল গ্রাসে পরিবারের নেমে এসেছে অশান্তি, গোটা বক্সনগর এলাকায় বাড়ছে চুরি, হচ্ছে বড় ধরনের ডাকাতি। জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নেশাখুররা,। তেমনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেক মেম্বার উনার স্বামী সুবোধ দাস নিজ বাড়িতে চৌমুনী সংলগ্ন বাজার টিলা এলাকায়। রমরমা সর্বশেষ মোটা অংকের টাকা রোজগার করছে রাত দিন নিজের বিবেক জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকে ধ্বংস করে চালিয়ে যাচ্ছে মদের ব্যবসা। আসর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আত্মনির্ভর ভারত গড়তে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ক'ষির বিকাশ ও ক'ষকের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনুতে সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে ক'ষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি সীব রিয়াং, ক'ষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার ক'ষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। পিএম-কিষাণ প্রকল্পের সুবিধা ক'ষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক'ষকদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কম জমিতে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন উন্নত ক'ষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ক'ষিমন্ত্রী বলেন, দেশে ৬০টি উন্নত প্রযুক্তির সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্র রয়েছে। তারমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনুতে আজ সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল।

উল্লেখ্য, এখানকার ৬ হেক্টর জমিতে ৩কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সারা বছর এখান থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ সব্জি চারা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই কেন্দ্রে গ্রীন হাউস, পলি হাউস, প্রশাসনিক ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনিভূষণ জমাতিয়া।

দুর্গাপূজার প্রস্তুতি ও প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে বিশেষ বৈঠকে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার প্রস্তুতি ও প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি সমস্ত কর্পোরেটরদের নিয়ে এদিন বৈঠক করেন। পূজোর প্রাককালে এদিনের চূড়ান্ত বৈঠক হয় বলে জানান মেয়র।

মেয়র জানান, দুর্গাপূজায় যাতে সমস্ত ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট সংস্কার করা, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা এবং ড্রেনগুলি পরিষ্কার রাখা যায় তার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা করে প্রতি ওয়ার্ডকে প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি পুজো কমিটি গুলিকে এক বস্তা করে বিলিং পাউডার দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আরো আলোচনা হয়েছে দশমী ঘাট এলাকায় যে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।বিগত বছরগুলির মতো যে কার্নিভেলের আয়োজন করা হয় তা যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য বৈঠকে আধিকারিকদের সাথে কথা হয়েছে। এবং তাদের কাছ থেকে জানা গেছে দশমীঘাট এলাকার কাজ পায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কার্নিভালের সময় সেখানে ৯০ জন পৌরনিগমের কর্মী এবং তিনটি ক্রেনের ব্যবস্থা থাকবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক

দরং (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁওয়ে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। নিহত ব্যক্তিকে পথচারী রূপম শইকিয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে।ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার সংঘটিত হয়েছে। রূপম শইকিয়া কর্মসূত্রে বহিঃরাজ্যে থাকেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাড়ি এসেছিলেন তিনি। আজ সকালে নিজের মেয়েকে স্কুলে ছেড়ে ১৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন রূপম। তখন বিপরীত দিক থেকে দুরন্ত একটি মোটর বাইক এসে তাঁকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় তিনি মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার রূপম শইকিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে, ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণে রূপমের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডাক্তার।

উৎসবের দিনগুলিতে

দক্ষিণে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ অক্টোবর।। আজ বিকেল পাঁচটায় জেলাশাসকের কার্যালয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, জেলা পুলিশ সুপার অশোক সিনহা, মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক,ও মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত দাস, উনারা বলেন বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব, পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে শুরু হয়ে গেল দেবীপক্ষের যদিও ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক পূজা মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তবুও রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী ষষ্ঠী থেকে আমাদের পূজার কাউন্টডাউন শুরু হয়,আর মাত্র একদিন বাকি তারপরেই পূজার অনাবিল আনন্দে ভাসবে দর্শনার্থীরা, আয়োজন করেছে বিভিন্ন ক্লাব এবং সার্বজনীন সংগঠনগুলি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে দর্শনার্থীদের পূজাতে নিরাপত্তা ,দুর্ঘটনা আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি ঠিকঠাক রাখতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা এবং জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, বলেন জেলা পুলিশ সুপার জানান এখনো পর্যন্ত পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী দক্ষিণ জেলাতে পূজো হচ্ছে ২৫৫ টি, অন্যান্য বারের তুলনায় পূজার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে, জেলার মধ্যে সবচাইতে বেশি পুজো বিলোনিয়া মহকুমায়, তিনি জানান শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যাপক পরিমাণে আরক্ষা বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে, সিভিল পুলিশও থাকবে ,থাকবে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র,বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের ফিক্সড-পিকেট ছাড়াও যা রয়েছে নাকা এবং ড্রপগেট, ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকেও যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে,পুলিশের মোবাইল পেট্রোলিং ছাড়াও থাকবে ফুট পেট্রোলিং, নাশকতা এড়াতে পুজোর প্রাক মুহূর্তে বড় বড় প্যান্ডেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ সরকারের লক্ষ্য ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরাই রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। আজ রাজধানী আগরতলার গীতাঞ্জলি স্টেট টুরিস্ট গেস্ট হাউসে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ৩৬তম পরিচালনা পর্ষদের (বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স) বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।এদিন সুশান্ত চৌধুরী বলেন ,এদিনের বৈঠকে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের বিগত দিনে এবং বর্তমান সময়ে চলমান বিভিন্ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।তাঁর কথায়, পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান, জীবন, জীবিকা সব কিছু। এই স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের পুনরুজ্জীবনকে আরও দ্রুত ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য রাজ্য সরকার কাজ করছে।পাশাপাশি এদিন তিনি বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের ত্রিপুরা রাজ্যের দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে কীভাবে আরো আকর্ষণীয় করে পর্যটকদের সামনে তোলে ধরতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।